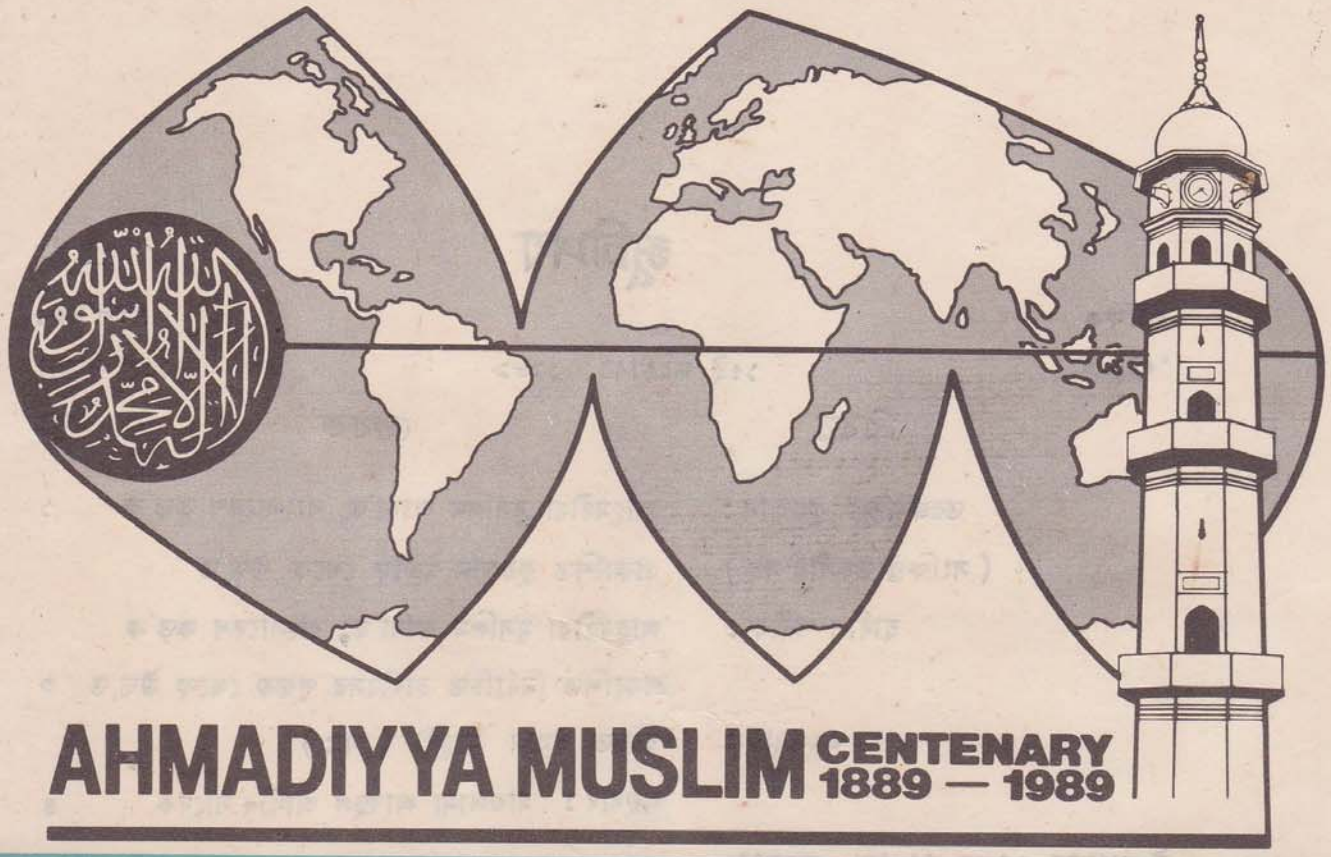

AHMADIYYA MUSLIM CENTENARY 1889 — 1989

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী (১৮৮৯-১৯৮৯)

নব পর্যায়ে ৪৩ বর্ষ ।। ১১শ সংখ্যা

১৩ই রবিউল আউয়াল, ১৪১০ হিঃ ।। ৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৬ বাংলা ।। ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৯ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪৮'০০ টাকা ।। ভারত ৮৫'০০ টাকা। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪৩শ বর্ষ :
১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৯
১১শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন : (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃত	১
হাদীস শরীফ :	আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচিত হাদীসের পুস্তক থেকে উদ্ধৃত	৩
অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	৪
ইংল্যাণ্ডের ২৪তম সালানা জলসার সমাপনী ভাষণ :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
জুমু'আর খুৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৬
দৌড়াইয়া স্বাস্থ্য ভাল করো :	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর	২০
হাওয়া মে তেরে কযলোঁ কা মুনাদী :	মাওলানা সালেহ আহমদ	২৪
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা : কয়েকটি বরাত ও উদ্ধৃতি :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৫
খোদ্দামের কথা :	জনাব কে, এম, মাহবুব উল ইসলাম	২৭
বিজ্ঞপ্তি :		৩১
সংবাদ :		৩৩
সম্পাদকীয় :		৩৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৩শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৯ ইং : ১৫ই ইখা, ১৩৬৮ হিঃ শামসী : ৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্‌ বাকারা-২

৫৬। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মূসা! আমরা তোমার উপর আদৌ ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহ্‌কে সামনাসামনি দেখিব;' ফলে বজ্রপাত তোমাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং তোমরা (নিজেদের আচরণের পরিণতি) অবলোকন করিতেছিলে।

৫৭। অতঃপর, আমরা তোমাদের মৃত্যুর (৯৬) পর তোমাদিগকে উত্থিত করিলাম যেন তোমরা শোক্‌রগুযার হও।

৫৮। এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘমালার (৯৭) ছায়া করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদের জন্য 'মান্না' (৯৮) এবং 'সাল্‌ওয়া' (৯৯) নাযেল করিলাম (এবং বলিলাম) 'তোমরা সেই পবিত্র রিয্‌ক হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি।' তাহারা (অবাধ্যতা করিয়া) আমাদের উপর কোন যুলুম করে নাই বরং তাহারা নিজেদের উপরই যুলুম করিয়াছিল।

৯৬। এই আয়াতে ইহা বুঝাইতে পারে যে, বনী ইসরাঈল জাতি অত্যন্ত বেয়াদবীপূর্ণ ভাষায় যে উদ্ধত ও যুক্তিহীন দাবী উত্থাপন করিয়াছিল, উহার কারণে তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছিল, অবশ্যই তাহাদের শারীরিক মৃত্যু সংঘটিত হয় নাই। এই অর্থ ও তাৎপর্য পরবর্তী আয়াত দ্বারাও সাব্যস্ত হয়, যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, অতঃপর আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদিগকে উত্থিত করিলাম" অর্থাৎ তোমরা হারানো ঈমান ও মর্যাদা ফিরিয়া পাইলে। 'মওত' শব্দের অর্থ 'বর্ধনশীলতা ও উন্নতি তিরোহিত ও স্তব্ধ হইয়া যাওয়া (৫৭:১৮), অনুভূতি শক্তির লোপ (১৯:২৪) যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিমত্তার বিলুপ্তি (৬:১২৩), এমন তীব্র শোক যাহা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তোলে (১৪:১৮), শারীরিক মৃত্যু (লেইন)।

৫৯। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন আমরা বলিয়াছিলাম, "এই জনপদে (১০০) প্রবেশ কর এবং উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর, এবং (উহার) দ্বারে আনুগত্যের সহিত প্রবেশ কর এবং তোমরা বল, (হে আল্লাহ্! 'আমাদের পাপের বোঝা নামাও।' আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব এবং আমরা নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণদিগকে বাড়াইয়া দিব।"

৯৭। যাত্রাপুস্তক ৪০:৩৪-৩৮ দেখুন।

৯৮। 'মান্ন্' অর্থ অনুগ্রহ বা দান; বিনা শ্রমে যাহা পাওয়া গেল, এমন কিছু মধু বা শিশির (আকরাব)। মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীসেও 'মান্নার' উল্লেখ আছে, মাটির নীচে জন্মায়, এরূপ বেঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদও মান্নার অন্তর্গত (বুখারী)। লেইনের অভিধানে 'তুবাঞ্জাবীন' শব্দটির অর্থ দেখুন।

৯৯। 'সাল্‌ওয়া' হইল (১) তিতিরের মত সাদা ধরণের পাখী, যাহা আরব দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায় এবং পাশাপাশি দেশগুলিতেও দেখা যায় (২) এমন যে কোন বস্তু যাহা মানুষের মনকে প্রশান্তি ও সন্তোষে ভরিয়া দেয় (৩) মধু (আকরাব)। মান্না ও সালওয়া পাঠাইবার কথা কুরআনে তিনটি স্থানে বলা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে, ৭:১৬১ এবং ২০:৮১ আয়াতে। এই তিন স্থানেই, মান্না-সাল্‌ওয়া অবতরণের উল্লেখের পরে পরেই বলা হইয়াছে যে, "আমরা যে সব ভাল জিনিষ তোমাদের রিয্‌ক রূপে দিয়াছি, তাহা খাও" ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সিনাই উপত্যকায় ইস্‌রাঈলীদিগকে যে খাদ্য খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা স্বাস্থ্যকর, সুস্বাদু ও রুচীসম্মত ছিল; সেই খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু ছিল, যাহার মধ্যে মান্না ও সাল্‌ওয়া ছিল প্রধান। (যাত্রাপুস্তক-১৬:১৩-১৫ দেখুন)।

১০০। এখানে 'কারিয়াতা' বলিতে কোন নির্দিষ্ট জনপদকে বুঝায় নাই বরং সিনাই হইতে কেনান যাত্রা-পথে নিকটবর্তী কোন জনপদকে বুঝাইতেছে। যেহেতু বনী ইসরাঈল জাতি বহুদিন শহরে বসবাসের অভ্যাস বশতঃ শহুরে জীবনের প্রত্যাশায় ছিল এবং তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা ছিল, সেই হেতু তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইল, তাহারা পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাইয়া, মানুষের সামাজিক জীবনের সাথে মরু জীবনের মিলন-স্বাদ উপভোগ করিয়া লউক এবং স্বাধীনভাবে, মুক্ত মনে যেখানে ইচ্ছা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লউক। মরু জীবনে যেখানে ব্যক্তি-মালিকানা নাই, সেখানে জীবন-পদ্ধতি এই ধরণেরই। কিন্তু এই পরিবর্তন যেহেতু তাহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় লোকের সংস্পর্শে নিয়া আসিবে এবং তাহাদের নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, সেই কারণে তাহাদিগকে এ ব্যাপারে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কথা কোনও মতে না ভোলে।

হাদিস শরীফ

ইসলামী সমাজ

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে কেহই সত্যিকার ঈমানদার হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যাহা পসন্দ করে, অন্যের জন্যও তাহা পসন্দ করে।" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "হে আবু হুরায়রা! খোদা-ভীরু হও, ফলে তুমি লোকদের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদত গুযার বান্দা হইবে। অল্পে পরিতুষ্ট হও, ফলে তুমি বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞ বান্দা হইবে। তুমি নিজের জন্য যাহা পসন্দ কর অপরের জন্যও তাহা পসন্দ করিও, ফলে তুমি একজন প্রকৃত ঈমানদার হইবে। প্রতিবেশীর সহিত উত্তম ব্যবহার কর, ফলে তুমি একজন প্রকৃত মুসলমান হইবে। কম হাসিও, কারণ অতিরিক্ত হাসি অন্তরকে মৃত করে।" (ইবনে মাজা, কিতাবুয্ যুহ্দ)

হযরত আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, "হে মানব জাতি! তোমরা 'সালাম' বলাকে প্রসারতা দাও, (গরীবদিগকে) খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তা রক্ষা কর, যখন অন্যান্যরা নিদ্রিত থাকে তখন নামায পড়। তোমরা যদি এই কাজগুলি কর তাহা হইলে তোমরা শান্তির সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" (তিরমিযী, আব্ওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ্)

হযরত ইব্নে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "যখন তোমরা তিনজনে একত্রিত হও তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া যেন দুই জনে কথা না বল। কারণ; ইহা তাহাকে ব্যাথা দিতে থাকিবে যতক্ষণ না তোমরা অন্যান্যদের সাথে মিলিত হও। (মুসলিম, কিতাবুস্ সালাম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইহা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি হাঁচি দিতেন তখন তিনি তাঁহার হাত অথবা কাপড় নিজ মুখে রাখিয়া লইতেন এবং ইহাকে হাল্কা করিতেন অথবা তখন আওয়াজকে ক্ষীণ করিতেন (বর্ণনাকারী এই দুইয়ের কোন একটি হইবে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন)। (তিরমিযী, কিতাবুল ইস্তিখান)

জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে লোকের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ নহে।" (তিরমিযী, বাবু মাজায়াফিশ্ শুক্রে)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী

কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্‌বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে উত্তম চরিত্র উল্লিখিত হইয়াছে উহা হযরত মূসা অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম, কারণ আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত খাতামুল আম্‌বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সেই সব উত্তম চরিত্রগুণ একত্রিত হইয়াছে যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। আল্লাহ্‌-তা'লা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে ইরশাদ করিয়াছেন انک لعلی خلق عظیم যে, তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর দণ্ডায়মান আছ। "عظیم" শব্দটি দ্বারা যখন কোন বস্তুর তা'রীফ করা হয় তখন আরবী বাগ্‌ধারায় উহা দ্বারা ঐ বস্তুর চরম ও পরম কামালীয়ৎ (পূর্ণতা) বুঝায়। মানবাত্মার মধ্যে যত উত্তম চারিত্রিকগুণ এবং মধুর আচরণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব ঐ সব চারিত্রিকগুণ পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদী আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই তা'রীফ এত উচ্চাঙ্গের যে ইহার অধিক তা'রীফ সম্ভবই নহে। ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করার জন্য অন্যত্র আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে وکان فضل اللہ علیک عظیما যে, তোমার উপর আল্লাহ্‌র সর্বাধিক ফযল রহিয়াছে ; কোন নবীর পক্ষে তোমার ন্যায় মর্যাদা অর্জন সম্ভব নহে। এই তা'রীফই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শান ও মুকাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ গীত সংহিতা (যবূর কিতাবে) ৪৫তম অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে "এই কারণে ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে।" (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া)

খোদাতা'লা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম অংশ দুঃখ, বিপদাবলীর ও ক্লেশের এবং দ্বিতীয় অংশ শক্তি ও বিজয় লাভের যেন বিপদের সময় সেই সব চরিত্রগুণ প্রকাশ পায় যাহা কেবল বিপদের সময়েই পাইয়া থাকে ; এবং শক্তি ও বিজয় লাভের সময় সেই সব গুণ প্রকাশ পায় যাহ শক্তি ও বিজয় লাভ না করিলে প্রকাশ পাইতে পারে না। সুতরাং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এই দুই প্রকারের যুগ ও অবস্থার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হওয়ার ফলে উভয় প্রকারের চারিত্রিকগুণ পূর্ণরূপে প্রকৃষ্ট হইল। বিপদাবলীর যুগ যাহা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর তের বৎসর পর্যন্ত মক্কা মুয়ায্‌যমায় অতিবাহিত হইল সেই যুগের পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, এমন চারিত্রিগুণ

প্রদর্শন করিলেন যাহা বিপদাবলীর সময় পরম সত্যবাদীকে প্রদর্শন করা উচিত, যেমন খোদার উপর ভরসা করা, অধৈর্য ও অস্থির না হওয়া, দায়িত্ব পালনে শিথিল না হওয়া এবং কাহাকেও ভয় না করা। কাফেরগণ এইরূপ ইস্‌তেকামাত (স্থিতিশীলতা) দেখিয়া ঈমান আনিল এবং সাক্ষ্য দিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি খোদার উপর পূর্ণ ভরসা না করিবে, এইরূপ ইস্‌-তেকামাত প্রদর্শন এবং এত নির্যাতন বরণ করিতে পারে না।

অতঃপর যখন দ্বিতীয় যুগ আসিল অর্থাৎ বিজয় ও ক্ষমতা এবং ধনসম্পদের যুগ, তখন সেই সময়েও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মার্জনা, দানশীলতা এবং বীরত্বের মহান চারিত্রিক গুণ এমন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল যে কাফেরদের এক বিরাট দল এইসব চারিত্রিক গুণ লক্ষ্য করিয়া ঈমান আনিল।.....বহু লোক তাঁহার এই চারিত্রিক গুণ দেখিয়া সাক্ষ্য দিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি খোদা কর্তৃক আদিষ্ট হয় এবং প্রকৃত সত্যবাদী হয় এইরূপ চারিত্রিক গুণ কখনও প্রদর্শন করিতে পারে না। (ইসলামী নীতিদর্শন)

আধ্যাত্মিক জীবন দানের ক্ষেত্রে কিয়ামত সদৃশ নমুনা সকল গুণের অধিকারী সেই ব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার মুবারক নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। সম্পূর্ণ কুরআন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই সাক্ষ্য বহন করিতেছে যে, এই রসূল সেই সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন যখন সকল জাতি দুনিয়াদারীতে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক বিপর্যয় জলে ও স্থলে বসবাসকারীদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই সময় এই রসূল আসিয়া নূতনভাবে দুনিয়াকে জীবন দান করিলেন, এবং পৃথিবীতে তৌহীদের দরিয়া প্রবাহিত করিলেন। ন্যায় বিচারকগণ চিন্তা করুন যে আরবের দ্বীপে বসবাসকারী লোক পূর্বে কি ছিল এবং এই রসূলের অনুকরণ করিবার পর কি হইয়াছে? তাদের পশু সদৃশ অবস্থা শ্রেষ্ঠ মানবের মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে; কেমন সভ্যতা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহারা নিজেদের ঈমানকে সাচ্চা প্রমাণিত করিয়াছেন। তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া প্রাণ কুরবান করিয়া, স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া এবং তাঁহাদের ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও আরাম-আয়াসকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত করিয়া। বস্তুতঃ দুনিয়াতে একজনই কামেল ইনসান আবির্ভূত হইয়াছেন যিনি সর্বোত্তমভাবে এবং পূর্ণরূপে এক অপূর্ব রূহানী বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন, যুগযুগান্তের মৃতগণ এবং সহস্র সহস্র বৎসরের গলিত অস্থিসমূহে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আগমনে সমাধিসমূহ উন্মুক্ত হইল এবং পচা হাড়সমূহ নব জীবন লাভ করিল এবং তিনি প্রতীয়মান করিয়া দেখাইলেন যে, তিনিই হাশির—সমবেতকারী এবং তিনিই রূহানী কিয়ামত, এক জগৎ কবরসমূহ হইতে উঠিয়া তাহার কদমের উপর দাঁড়াইল।

(আইনায়ে কামালতে ইসলাম)।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ইহাও যে, হযরতে মাম্‌দূহ (অর্থাৎ নবী করীম সাঃ) চিরস্থায়ী কল্যাণ সদা সর্বদা জারী রহিয়াছে; এই যুগেও যে ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে তাহাকে নিঃসন্দেহে কবর হইতে উত্থিত করা হয় এবং তাহাকে এক নতুন রূহানী জীবন দান করা হয়। (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে
ইংল্যাণ্ডের ২৪তম সালানা জলসার সমাপনী ভাষণ

সৈয়্যদনা হুযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
সদর মুরব্বী

(১৩ই আগষ্ট, ইসলামাবাদ টিলফোর্ড ইংল্যাণ্ড)

হুযুর (আইঃ) তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের প্রারম্ভে বৃটিশ সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যে তাঁরা এ বৎসর পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের আহ্‌মদীদেরকে ভিসা প্রদানে নম্রতা এবং উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

হুযুর বলেন, এর কারণ হলো, চার-পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার দ্বারা বৃটিশ সরকার ভালরূপেই অনুভব করতে পেরেছেন যে আহ্‌মদীয়া জামা'তের আদর্শ ও আচরণ অন্যান্যদের থেকে ভিন্নতর এবং এঁরা এঁদের ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। কাজেই আমাদেরও (আহ্‌মদীদের) উচিত নিজেদের আদর্শের দৃঢ়তার প্রমাণস্বরূপ ঐ সকল ওয়াদায় অটল থাকা, যা ভিসা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁদের সঙ্গে করা হয়েছে। হুযুর বলেন, আপনারা যেহেতু দীনে হক্ ইসলামের প্রতিনিধি কাজেই সকল অভ্যাগত মেহমানদের কাছে আমি এই প্রত্যাশা রাখি যে, আপনারা আপনাদের ওয়াদা (সঠিক ভাবে) পুরা করবেন। কিন্তু কোথায়ও যদি কারও অন্তরে বদ-নিয়্যতের দুষ্ট কীট লুকিয়ে আছে মনে করেন, তা'হলে সেটাকে পিষ্ট করে ফেলুন।

অতঃপর হুযুর শতবার্ষিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন উৎসব প্রসঙ্গে সাম্প্রতিকালে তাঁর বিশ্ব সফরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, (সফরকৃত) আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান আমার সহিত অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করেন এবং যদিও সেখানকার কোন কোন দেশে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরোধিতার তরঙ্গ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তথাপি সেখানকার শাসকবর্গ অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা ভরে আমাকে সম্বোধিত করেছেন এবং সর্বদা অতি মনোযোগ সহকারে আমার পরামর্শ ও প্রস্তাবাবলী শ্রবণ করেছেন। অতঃপর তাঁরা আমার সাথে স্থিতিশীল সম্পর্কেরও উন্মেষ ঘটান।'

সাম্প্রতিক বিশ্ব সফর সম্বন্ধে হুযুর একথাও বলেন যে আমার পক্ষে ইহা এক অতি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। যা প্রায় দেড় মাসকাল সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ (আয়ল্যাণ্ড, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র গুয়েটেমালা, (মধ্য আমেরিকা), অষ্ট্রেলিয়া

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, সিঙ্গাপুর—অনুবাদক) এর অধিবাসীদের সাথে নিজেকে একাত্ম হতে অনুভব করেন এবং সকল ভৌগলিক সীমারেখা বিলুপ্ত হতে প্রত্যক্ষ করেন।

হুযূর বলেন, আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝে ডুব দিয়েছি এবং ডুব দিয়ে যখন উপরে ভেসে উঠেছি, তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর অপার অনুগ্রহে কিছু নতুন জহরত ও নতুন মণিমুক্তা প্রদান করেছে। হুযূর কানাডার সফরকে বিস্ময়াবলীর সফর বলে অভিহিত করে বলেন যে, তাদের সরকার সংসদ-সদস্যগণ (বিভিন্ন শহরের) মেয়রগণ, ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাগণ এবং জনসাধারণ, যাদের সঙ্গেই যোগাযোগ হয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই অত্যন্ত সদয় ও অনুরাগী হিসেবে পেয়েছি। অযাচিতভাবে তারা এরূপ সদ্ব্যবহার করেছেন যে, আমার হৃদয় তাদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসায় উষ্ণ ও উত্তপ্ত হতে থাকে এবং তাদের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, বিশ্বের ১২০টি দেশের জামা'তসমূহকে, এই জাতির মহত্ব, তাদের মানবতাবোধ, তাদের উচ্চাঙ্গীণ মৌলিক গুণাবলী ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে অবহিত করবো।

হুযূর বলেন, "সফরে যাওয়ার পূর্বে তারা জানিয়েছিলেন, 'আমরা অভ্যাগতদের সাথে সদ্ব্যবহার তো করতে পারি, কিন্তু ভি, আই, পি—ব্যবহার কেবল সরকার প্রধানদেরই দিয়ে থাকি।' কিন্তু সফর শুরু হওয়ার পর তাঁরা সমস্ত প্রোটকল্‌স-এর ব্যতিক্রম ঘটায়ে আমাদেরকে ভি, আই, পির চাইতেও অধিকতর উন্নতমানের সৌজন্য প্রদর্শন করেন। ঐ সব বিস্ময়কর ঘটনাবলীর জন্য জামা'তের প্রতি (আমার মনে) অভিযোগেরও উদ্রেক হয়েছিল যে, হয়তো তারা সরকারের কাছে অবনত হয়ে কিছু চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন সন্ধান নেয়া হলো তখন জানা গেলো যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হ'তে সকল জায়গায় নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, "অমুক ব্যক্তি আসছেন, তাঁর সম্মানার্থে সেই সব নিয়ম পদ্ধতি পুরাপুরি কার্যকর কর, যা সরকার-প্রধানদের আগমনে তোমরা করে থাক।"

সরকারসমূহের এই সকল প্রীতি শ্রদ্ধাঞ্জলী ও অনুগ্রহরাজীর উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর বলেন, "আমি এই সব কথা নিজে বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করি তথাপি, শুধু এই কারণে আমি ইহার উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম যেহেতু আহ্‌মদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কবিতায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন :

اگر تیرا بھی کچھ دیں ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں
کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت اس کی والی ہے

(—যদি তোমারও কোন রকম ধর্ম থেকে থাকে, তা'হলে আমি যা বলছি তা (সাধ্য থাকলে) বদলে দাও। (জেনে রাখ)—আমার জন্য সম্মান ও মর্যাদা এবং তোমার জন্য (হে বিরুদ্ধবাদী!) ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী। —অনুবাদক)।

হুযূর বলেন, পাকিস্তানে কোন কোন অবুঝ আহ্‌মদী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে গালমন্দ শুনে ঘাবরিয়ে যায় যে একি ব্যাপার (আল্লাহ্‌র) ওয়াদা তো ছিল যে

"আমি তোমার নামকে সসম্মানে সমুন্নত ও মহিমান্বিত করবো এবং তোমার অবমাননাকারীগণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হবে।" তা'হলে আবার এ সব গালিগালাজ কেন?। এর মধ্যে রহস্য কি?

হুযূর বলেন, তাদের ঈমান তো কামেল (পূর্ণ ই) বটে, কিন্তু তারা গোপন রহস্যটি বুঝতে পারেন না। তাদেরকে আমি বুঝাতে চাই যে এই বৎসর খোদাতা'লা বড়ই শান ও মর্যাদার আলোকে আমাদেরকে সে দর্শন বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কখনও এ উদ্দেশ্য ছিল না, যে তাঁকে যে গালি দেয় তার লাঞ্ছনা ও অবমাননা এই ভাবে হবে যে সে তাঁকে গালি দেওয়া ছেড়ে দিবে।

হুযূর (আইঃ) বলেন, তারা যদি গালি দেওয়া ছেড়ে দেয় তা'হলে তারা কিরূপে লাঞ্ছিত সাব্যস্ত হবে? সত্যিকারের লাঞ্ছনা এটাই যে মানুষ পঙ্কিলতায় মুখ দেয়ার কারণে সে তার নিজেরই পারিপার্শ্বিকতায় ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

হুযূর (আইঃ) বলেন, যাকে আল্লাহ্‌তা'লা সম্মান দিতে চান, যদি নিরপেক্ষ দুনিয়া তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ভক্তি ও সম্মানের সাথে তাঁকে স্মরণ করে—শুধু তাকেই নয় বরং তার অনুসারী গোলামদেরকে সম্মান ও ভক্তি সহকারে স্মরণ করে, তা'হলে এটিই হলো সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা।

হুযূর বলেন, আহ্‌মদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা একশ' বছর পূর্বে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং ১২০টি দেশের মধ্যে শুধুমাত্র একটা দেশে তাঁর বিরুদ্ধে পঙ্কিল বাক্য ও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু পঙ্কিল ও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগকারীদের অবস্থা দেখুন!! কিন্তু তাদের মোকাবিলায় আজ আহ্‌মদীয়াতকে বিশ্বব্যাপী প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হচ্ছে — যা কিনা আজ থেকে পনর বছর পূর্বে আপনারা কল্পনাও করতে পারতেন না।

হুযূর কানাডার সফরের আরও বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ টরেন্টোতে যে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছিল সে অনুষ্ঠানটি এক বিস্ময়াতীত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ছিল। দেশের গণ্যমান্য প্রায় পনর শ' অতিথি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সাত জন পার্লামেন্ট মেম্বার (সংসদ সদস্য), ছয়জন (বিভিন্ন শহরের) মেয়র, একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী, একটি প্রদেশের বিরোধী দলের নেতা এবং দুইজন প্রাদেশিক পার্লামেন্টের মেম্বার। হুযূর বলেন, যখন বন্ধুরা সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন এবং যেভাবে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার এই গোলামকে সম্মানে ভূষিত করলেন, সেজন্য তখন আমার হৃদয় তো আল্লাহ্‌তা'লার নিরন্তন হাম্‌দ ও প্রশংসায় নিমগ্ন থাকলো; আমি নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে দেখছিলাম যে এ কি ঘটে চলেছে। একটি অনুষ্ঠানে আমার গ্রন্থ "ধর্মের নামে রক্তপাত" (ইংরেজী সংস্করণ-অনুবাদক) এর এত প্রশংসা করা হলো যে এক-

জন (একটি ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত প্রফেসর তাঁর ২০ মিনিট স্থায়ী অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ও সারগর্ভ বক্তৃতায়—অনুবাদক) সেখানে বললেন যে "বস্তুতপক্ষে প্রকৃত ও সত্য ধর্মের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও ভাব-ধারা যদি কেউ জানতে চায় তা'হলে তা এই গ্রন্থটি থেকেই জানা যাবে। এটিই হলো প্রকৃত ও সত্যকার দীন। এ কথা আমরা এ জন্য বলছি যে তিনি (গ্রন্থকার) সে বিষয়ও প্রমাণ করে দিয়েছেন এবং কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি।"

হুযূর (আইঃ) বলেন: উক্ত অনুষ্ঠানে কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী (Foreign Minister)-এর একটি পত্রও পাঠ করে শুনানো হয়; যার মধ্যে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত, আমাকে কানাডার সফরে আসায় স্বাগত জানিয়েছিলেন। তারপর ওন্টারিও (Ontario) এসেম্বলীর অপজিশন লীডার (বিরোধী দলের নেতা) বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন যে "আপনার জুবিলী পয়গামটি হলো এক বিশ্বজনীন পয়গাম; যা সর্বপ্রকারের যুলুম-অত্যাচার, বাড়াবাড়ি ও নৃশংসতাকে নস্যাৎ করে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে।" তিনি আরও বলেন যে, "আমরা আপনাকে খোশ-আমদেদ জানাই এবং আপনার জামা'তকে জানাই খোশ-আমদেদ। কিন্তু অধিকতর সঠিক হবে যদি আমি এইভাবে বলি যে, আমরা আপনার পয়গামকে খোশ-আমদেদ জানাই।"

সফরের আরও বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন যে, একটি শহরের ডিপুটি মেয়র সেখানে বক্তৃতা করতে গিয়ে তাঁর কাউন্সিল এবং মেয়রের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ পেশ করেন। তারপর (তাঁদের সম্মানিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-অনুবাদক) সে দিনটিকে "Ahmadiyya Day" এবং সে সপ্তাহটিকে "Ahmadiyya Week" বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে "আমরা গর্বিত যে, কানাডায় প্রথম নির্মিত আহ্‌মদীয়া মসজিদটি আমাদের কাউম্মানে অবস্থিত। এই বলে তিনি শহরের চাবি, শহরের পতাকা এবং "খাশ-আমদেদ" খচিত একটি সুদৃশ্য কাষ্ঠ ফলক আমাকে পেশ করলেন এবং সেই সাথে একটি বইও উপহার দিলেন। অন্য আর একজন মেয়র 'গোল্ডেন পেপার লিফ' (Golden Paper Leaf) পেশ করলেন, এবং ঐ দিনটিকে "আহ্‌মদী ডে" এবং ঐ সপ্তাহটিকে "আহ্‌মদীয়া উইক" বলে অবহিত করলেন। তারপর মেয়র অফ মারথম (Martham) তাঁর শহরের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব পেশ করেন। ওন্টারিও পার্লামেন্টের আর একজন মেম্বার ওন্টারিও 'গোল্ডেন জেন্' আমার শেরওয়ানীতে গুজে দেন। আর একজন পার্লামেন্ট মেম্বার বক্তৃতা করতে গিয়ে নিম্নরূপ না'রা উচ্চারণ করেন:

Long Live His Holyness, Long Live Canada, Long Live Ahmadiyyat.

কয়েকজন সংসদ সদস্য যাঁরা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নাই তাঁরা বাস গৃহে এসে সাক্ষাৎ করেন। এবং আমাদের (শতবার্ষিকী) জলসার সমাপ্তি দিবসে কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) মন্ত্রী আগমন পূর্বক বক্তৃতা করেন এবং কানাডার প্রধান মন্ত্রী আমার নামে প্রেরিত বাণী নিজে সভায় পাঠ করে শুনান।

রেডিও, টিভি এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে Coverage লাভ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা তো সম্ভবপরই নয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের সতর্ক মত ও অনুমান অনুযায়ী প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কানাডিয়ান নাগরিকদের নিকট দীনে হক ইসলামের বাণী পৌঁছেছে।

অতঃপর হুযূর আমেরিকা সফরের বৃত্তান্ত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে আমেরিকার সফরও অত্যন্ত বিস্ময়তীত রূপে আরম্ভ হয় একদিনে এত প্রোগ্রাম থাকতো (এবং সুসম্পন্ন হতো) যে সময়ের মাত্রা ও পরিমাপই শেষ হয়ে গেল এবং রাত-দিনের পার্থক্যই লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

হুযূর বলেন, মানচেষ্টারে এক অদ্ভুত ঘটনা হলো। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর পূর্বে সেখানকার একটি পত্রিকা আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার পয়গাম (বাণী) প্রকাশ করেছিল। আবার একশ' বৎসর পর সে একই পত্রিকাটি আমার পয়গাম সুদৃশ্যমান শিরোনামসমূহের সাথে প্রকাশিত করে। একজন পাদ্রী পত্রিকাটিকে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বলেন যে "এর চাইতে সুন্দর জামা'ত আমি আজ অবধি দেখি নাই।" সেখানকার রেডিও আমার ইন্টারভিউ গ্রহণ করে যা লক্ষ লক্ষ লোকে শ্রবণ করেন।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর সভায় প্রায় ছয়শ' লোক যোগদান করেন।

ওয়াশিংটনে "ভয়েস অফ আমেরিকা" আমার ইন্টারভিউ রেকর্ড করে। টেলিভিশনেও ইন্টারভিউ প্রচারিত হয়।

সে ইন্টারভিউ এত দীর্ঘ ছিল যে কয়েক ব্যক্তি আমাকে তার ক্যাসেট পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন, এমন মনে হচ্ছিল যেন টেলিভিশনই আহ্‌মদী হয়ে গেছে।

হুযূর আমেরিকার সালানা জলসা এবং প্রদর্শনীর সাফল্য ব্যতীত, সান ফ্রানসিসকোর নবনির্মিত মিশন-হাউসের (প্রচার-কেন্দ্র ও মসজিদ)-এরও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সেখানকার একটি মসজিদের ইমাম আমার সহিত সাক্ষাত করতে আসেন এবং বলেন যে "এখন আমি অনুভব করতে পেরেছি যে, দীনে-হক ইসলামের (সত্যিকার) সেবা শুধু আপনার জামা'তই করছে।"

হুযূর বলেন, সফরকালে একটি হোটেলে যখন অবস্থান করি, সেখানকার ডেপুটি ম্যানেজার আহ্‌মদীয়াতে এত দ্রুত তাঁর কৌতুহল ও আগ্রহ দেখলেন যে পরে তিনি লসএঞ্জেল্‌সে অনুষ্ঠিত জলসায়ও যোগদান করেন এবং তাঁর পিপাসা যখন আরও বাড়লো তখন তিনি এখানেও (ইংল্যাণ্ডের জলসায়) চলে এসেছেন। হুযূর বলেন, লস-এঞ্জেল্‌সে একটি নতুন মসজিদের উদ্বোধন করা হয়। পত্রিকাসমূহ যে এর কভারেজ দিয়েছে সেটা একটি অনুমান মোতাবেক, বাইশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশ' উনান্নব্বই সংখ্যক লোকে পাঠ করে।

এরপর হুযূর গোয়েটেমালা (মধ্য আমেরিকা)-এর সফরের বৃত্তান্ত উল্লেখ করে বলেন:

গোয়েটেমালায় খোদাতা'লা আমাকে এই সবক দিতে চেয়েছিলেন যে "আহ্‌মদী চারিত্রিক আদর্শ তো বহাল বা অজুহাত মাত্র। এইটি কেবল আমার ফযল ও কৃপা, যা আমি অবতীর্ণ

করে চলেছি। আমি ফয়সালা করে ফেলেছি যে এ বৎসরটিকে আমি আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা (হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী-আঃ)-এর সম্মানের বৎসর হিসেবে সাব্যস্ত করবো। সে জন্য এখানে যা তোমার সাথে ঘটতে চলেছে, এর কারণ ও হেতু খুঁজে বল দেখি, এমনটি কেন ঘটছে এবং এর কোনও (বাহ্যিক) কারণ বা হেতু পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না?! হুযূর বলেন: যখন আমি এয়ারপোর্টে পেঁৗছলাম সেখানে (দেখলাম) একজন উপ-মন্ত্রী পেঁৗছে গেছেন আর তেমনি সেখানকার সর্বাপেক্ষা বড় পত্রিকার একজন সম্মানিত প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন। তাছাড়া আমি জানতে পারলাম যে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরও পৌঁছাবার কথা ছিল কিন্তু জাহাজের সময় সম্বন্ধে ভুলের কারণে সময়মত তিনি পেঁৗছাতে পারেন নি। কিন্তু পরে পেঁৗছেছেন। অতঃপর ছোট একটি প্রশ্নোত্তর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এই লোকজন কেমন করে এসে গেলেন? আমরা তো কাউকে চিনি না, জানি না। এখানে একজনও আহ্‌মদী নেই। মসজিদ আমরা করে ফেলেছি, কিন্তু আমাদের তো কিছুও জানা নেই যে নামায কে পড়বে, এ ছাড়া যে ইনচার্জ (মুবাল্লিগ) একা নামায পড়া শুরু করে দেন। আমরা তো এই চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হয়ে এসেছিলাম।" তখন আমাকে সেই সাংবাদিক প্রতিনিধি একটি কথা বললেন, তারপর আমার সামনে সে সমস্যাটির সমাধান হতে লাগলো। তিনি বললেন, "যখন আমি জানতে পারলাম যে আপনি একটি মসজিদ উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে আসছেন, তখন এমনি হঠাৎ আমার খেয়াল হলো যে আমি যে রাশিফল নির্ণয় করে থাকি এবং নক্ষত্রের (গতিবিধি) পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করি এবং এই বিষয়ে আমি সারা দেশে সুখ্যাতও বটে, তাই মনে করলাম আজকের দিনটা কিরূপ তা (জ্যোতিষী নিয়মে) রাশিফল নির্ণয় করে দেখি। যখন আমি রাশিফল মিলালাম, তখন আমি সন্ধান পেলাম যে গোয়েটেমালার ইতিহাসে এটি হলো সর্বাপেক্ষা সম্মানিত দিন।" তিনি বললেন, "তখন আমার অন্তরে দৃঢ়প্রত্যয় হলো এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এর সম্পর্ক আপনাদের সাথে।" সুতরাং তিনি জামা'তে আহ্‌মদীয়ার সম্বন্ধে এক অতি উত্তম প্রবন্ধ তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করলেন, যার দরুণ সমগ্র গোয়টেমালায় আহ্‌মদীয়াতের প্রতি অসাধারণ কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। আমাদের মসজিদ ও মিশন হাউস (প্রচার কেন্দ্র)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কনষ্টিটিউশনাল কোর্ট (Constitutional Court)-এর চীফ জাসটিস এবং একজন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ব্যতীত যে সম্মানিত সুধীবৃন্দ যোগদান করেন তাঁদের সংখ্যা পাঁচশ' ছিল। পত্রিকাগুলি ব্যাপক সমারোহে এর প্রচারণা করে। তারপর টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে গিয়ে আমি ৩৫ মিনিটের ইন্টারভিউ দিলাম। তারপর সেদিনই তাঁরা বিনা কাটছাটে সম্পূর্ণ ইন্টারভিউটি প্রচার করলেন। একই দিন সেখানকার রেডিও কর্তৃপক্ষও আমার ইন্টারভিউ প্রচার করলেন।

অতঃপর, সেখানে অনুষ্ঠিত সান্ধ্যকালীন ভোজ সভায় ডাক বিভাগের হরতাল সত্ত্বেও কয়েকজন রাষ্ট্রদূত, উপ-মন্ত্রী এবং গণ্যমান্য সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দেশের রাষ্ট্রপতির

সহিতও সাক্ষাৎকার হয়। তিনি বলেন, "আমার বড়ই খাহেশ ছিল আপনার মসজিদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করার। কিন্তু ক্যাবিনেটের অত্যন্ত জরুরী মিটিং এর কারণে আসতে পারি নি, কিন্তু আমি আমার ভাইস-প্রেসিডেন্টকে মিটিং থেকে উঠিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছি। কেননা আমার আকাঙ্খা যেন তাঁর (হুযূর--অনুবাদক) প্রতি পুরাপুরি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।" তারপর তিনি বলেন, "আপনি ভবিষ্যতেও আমাদের দেশে আসুন, কিন্তু পূর্বাহ্নে (আপনার আগমন সম্বন্ধে) আমাকে জ্ঞাত করবেন যাতে আমি অধিকতর সম্প্রসারিত বাহু মেলে আপনাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে পারি।

হুযূর আরও উল্লেখ করেন, আমাদের পুরা সফরকালে পুলিশ স্কোয়াড' সদা সার্বক্ষণিক-ভাবে আমাদের সাথে থাকে এবং যে সড়ক দিয়েই অতিক্রম করতাম, সমস্ত অন্য ট্রাফিক ক্রমাগত ততক্ষণ থামিয়ে দেয়া হতো।

হুযূর বলেন, একটি মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা সেখানে এই হয় যে আমাদের সিকিউরিটি চীফ যিনি ছিলেন, তিনি আমার নিকট অনুরোধ জানালেন যে "আমি আপনাদের সাথে নামায পড়তে চাই।" আমি বল্‌লাম, "অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পড়ুন।" যখন তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন বলতে লাগলেন, "আমার স্ত্রী অত্যন্ত কট্টর ক্যাথলিক (খৃষ্টান)। সে সর্বদা আমাকে বলে থাকে যে, ওমুক যে পাদ্রী এসেছেন তিনি খুবই ভাল সার্ভিস করেছেন এবং অন্তরে সেটা খুব দাগ কেটেছে। তুমিও একবার আস।" তিনি বল্‌লেন যে "আপনার সাথে যে দুই তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং আপনাদের নামায প্রত্যক্ষ করেছি তাতে আমি আমার স্ত্রীকে গিয়ে বলেছি যে "রূহানীয়াত যে কি তা তোমার জানাই নেই। তুমি আহ্‌মদীদেরকে নামায পড়তে দেখলে জানতে পারবে যে অন্তরের কিরূপ অবস্থা হয়ে থাকে; আমার অন্তরে এর এতই প্রভাব পড়েছে, সেজন্য আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন আপনার সাথে নামায আদায় করতে পারি।" সুতরাং তিনি আমাদের সাথে নামায আদায় করলেন। হুযূর বলেন যে:

তিনি এবং তাঁর সিকউরিটি ষ্টাফ হুযূরের প্রশ্নোত্তর মাহফিল চলা কালে বললেন, "অন্তর থেকে আমরা দীনে হক্ ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছি। কিন্তু এখন বিলম্ব শুধু এইটুকুন যে--আমরা আমাদের পরিবার-সদস্যদের বুঝিয়ে নেই।"

হুযূর স্বাস্থ্য মন্ত্রী সম্পর্কে বলেন যে তিনি দুইবার সাক্ষাৎ লাভের জন্য অনুমতি চান এবং দেড় ঘন্টা ব্যাপী বসে থাকেন। বার বার হুযূরের খেদমতে নিবেদন করেন "আমি আপনার সত্তায় খোদার মহব্বত এবং খোদার WISDOM (প্রজ্ঞা) দেখতে পাই। সেজন্য আপনি আমার সাথে ওয়াদা করুন যে কখনও আমাকে দোয়ায় ভুলবেন না।"

হুযূর বলেন, আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পয়গাম পাঠালেন যে "আমি তো ক্যাবিনেট মিটিং-এ আটকা পড়া ছিলাম, সেজন্য হাযির হতে পারি নি।

কিন্তু আমার ডিপুটি মিনিষ্টার যা কিছু আমাকে জানিয়েছেন তাতে আমার বড়ই আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। আমাকেও কিছু সময় দিন।" আমি বল্‌লাম, "কাল সকালে তো আমি ফিরে যাচ্ছি।

সকাল বেলাটায় প্রেসকে সময় দিয়ে ফেলেছি। এই রাতটিই হাতে আছে।" তিনি বল্‌লেন, "তাহ'লে আমি খাওয়ার পর এসে যাব।" সুতরাং তিনিও আসলেন এবং দু'ঘণ্টা পর্যন্ত থাকলেন এবং যাবার বেলায় বললেন, "আমার আবেদন যে আমাকে সদা নিজের অন্তরে জায়গা দিন।"

হুযূর বলেন, এখন আপনারাই বলুন যে এর মধ্যে কোন চেষ্টা-প্রয়াসের কি বা দখল ছিল? আহ্‌মদীরা সেখানে ছিলেন না। তাদের চারিত্রিক আদর্শের কি বা প্রশ্ন ছিল?!

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা আসমান থেকে ফিরিশ্‌তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যারা মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা হযরতে আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন যে "তোমার শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে এবং তোমার নামকে সসম্মানে স্মরণ করা হবে"—এ সেই ওয়াদা ছিল, যা হযরতে আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর গোলামের সম্মান আকারে প্রকাশিত হবার ছিল। নচেৎ আমি কি এবং আমার অস্তিত্বের মূল্যই বা কি? সেটা নিছক খোদাতা'লার শান ও মর্যাদার বিকাশ ছিল, যা আমি অবলোকন করেছি।

তারপর, হুযূর (আইঃ) সেখানকার মসজিদ ও মিশন-হাউস নির্মাণ ও স্থাপন উপলক্ষ্যে ঐশী ব্যবস্থা ও উপকরণসমূহের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, "আমি সফর থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি। তখন সেখান থেকে জানানো হলো যে সে সিকিউরিটি চীফ নিয়মিতরূপে বয়আত করে সিলসিলা আলিয়া আহ্‌মদীয়ায় দাখিল হয়েছেন এবং তার পাঁচ জন সাথীও বয়আত করেছেন। তারপর এখন তারা নিজেদের পরিবারবর্গের জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, আরও লোকদের মধ্যে মনোযোগ ও আগ্রহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমি আশা রাখি যে খুবই দ্রুতবেগে গেয়েটেমালায় দীনে হক্ ইসলাম বিস্তার লাভ করবে।

অতঃপর, ফিজি সফরের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন: যখন আমি গেল বার সেখানে গিয়েছিলাম, তখন মুসলমানদের বিরোধিতার দরুন (সেখানকার) সরকার সহযোগিতা তো করলেন এবং ভদ্রতা-শালীনতারও প্রমাণ দিলেন, কিন্তু আন্তরিকতা ও প্রীতি-ভালবাসা প্রদর্শনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। এবার যখন গেলাম, তখন অবস্থার আমূল পরিবর্তন দেখতে পেলাম। রাষ্ট্রপতিও সাক্ষাৎকারের সময়ে ছিলেন। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেখানকার বিপ্লবী পরিষদের নেতা যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এবং সেনানায়কও বটে—তিনি তাঁর সাধারণ নিয়ম ও ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম (সাক্ষাতের জন্য) সময় দিলেন। যে মন্ত্রী আমার সাথে সেখানে গিয়েছিলেন, বেড়িয়ে এসে তিনি বিস্ময়াবাক হয়ে বল্লেন, "আমি বহুবার তাঁর কাছে অনেক অভ্যাগতদের (সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে) তাঁদের

সঙ্গে গিয়েছি। আমি আজ পর্যন্ত তাঁকে কারও জন্য নরম হতে দেখি নাই যেভাবে আপনার জন্য নরম হতে প্রত্যক্ষ করলাম।—প্রতীয়মান হচ্ছিল যে আপনার জন্য তাঁর হৃদয় থেকে মহব্বত, স্নেহ-ভালবাসা প্রস্ফুটিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীও অত্যন্ত হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন এবং আমাকে স্বাক্ষর যুক্ত একখান ফিজি সম্পর্কিত পুস্তক উপহার দিলেন। সে পুস্তকটির উপর এত সুন্দর, মধুর ও প্রীতিভরা বাক্যাবলী লিখিত আছে যে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী সে পুস্তকটি (আমাকে দেয়ার জন্য) মিনিস্টারের হাতে দিতে গিয়ে বল্লেন, What has this man done with our Prime Mintster

তিনি বল্লেন, কখনও তিনি (প্রধানমন্ত্রী) কোন আগন্তুকের জন্য ঐ কথাগুলি লিখেন নাই।" এসব ছিল খোদাতা'লার পক্ষ থেকে প্রবাহিত বায়ুমণ্ডলী যা আমরা উপভোগ করতে থাকি এবং আমাদের হৃদয় অদ্ভুত ধরণের আবেগ অনুভূতির মধ্যে ডুবে থাকে, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবই নয়।

হুযূর সেখানকার অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র অবস্থাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমাদের মিশন হাউসের কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করতেই তিনজন মন্ত্রীকে (সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে) উপস্থিত পেলাম। এছাড়া একজন মন্ত্রী এবং লর্ড মেয়র শহরের যেখানে সুধীবৃন্দের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে রেখে ছিলেন সেখানে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হলো। আবার একটি স্থানীয় হোটেলে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুষ্ঠানটির সফলতা সম্বন্ধে এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে সেখানে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূতগণও যোগদান করেন এবং আরও কিছু সংখ্যক ডিপ্লমেটও (কুটনীতিক) অংশগ্রহণ করেন।

হুযূর বলেন, একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি যে সেখানে অবস্থানকারী ত্রিশজন ফিজির অধিবাসী বয়আত করেন। তাঁরা ১৪জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন এবং এমনিভাবে সেখানে ত্রিশ জন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ (হাতে হাত রেখে) বয়আত অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর হুযূর অস্ট্রেলিয়ার সফর বৃত্তান্ত সবিস্তারে উল্লেখ করে বলেন: সেখানে একটি বিশাল সুদৃশ্য মনোরম মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ইহার নির্মাণ কাজ স্থানীয় জামা'ত ওকারে আমল (স্বেচ্ছামূলক কায়িক পরিশ্রম) করে, অনেক খরচ বাঁচাতে পেরেছে।

অস্ট্রেলিয়ার পরে নিউজিল্যাণ্ডের সফর বৃত্তান্ত উল্লেখ করে হুযূর বলেন যে, মাত্র দু'বছর হয় সেখানে জামাত কায়েম হয়েছে। কোনও প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। সেখানেও খোদাতা'লা আমার উপর (এ রহস্যটি) প্রকাশিত করেছেন যে তোমাদের প্রচেষ্টার কোনও রেখাপাত নেই। যখন আসমানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে খোদার বান্দাগণ সম্মান পাবে, তখন খোদার বান্দাদেরকে সম্মানে ভূষিত করা হয়। সুতরাং আমি এবং আমার বেগম যখন এয়ারপোর্ট থেকে বের হই তখন আমি দেখলাম একজন বুযুর্গ ধরণের ব্যক্তি তাঁর সাথে একজন বুযুর্গ আকৃতির খাতুন (মহিলা) দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁদের সঙ্গে কিছুসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা এবং শিশুরাও

আছে। তারা আমাদের দেখা মাত্র একটি কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিল। বড়ই সুললিত সুরে সমবেত কণ্ঠে তাদের কবিতাবৃত্তি হৃদয়ে এক রেখাপাতকারী ব্যাপার ছিল। আমাদের পা সেখানেই থেমে স্থির হয়ে গেল। আমার বোধগম্য হচ্ছিল না যে কি ঘটে চলেছে। সে বুযুর্গ ব্যক্তি পরে আমাকে একটি অনুষ্ঠানে বল্লেন যে সেখানকার সর্বাপেক্ষা বড় কাউন্সিলে—যার প্রধানকে কেরাণী বলে অভিহিত করা হয়—আমি যেন সেখানে ভাষণ দান করি এবং তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। নিউজিল্যাণ্ডেও যে সব ইন্টারভিউ হয় সেগুলিও বিস্ময়াতীত ধরণের ছিল। আমি সেখানে ষোল ঘণ্টা অবস্থান করি, এরই মধ্যে রাত্রির বিশ্রাম শামিল। বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎকার, রেডিওগুলিতে ইন্টারভিউ, টেলিভিশনে ইন্টারভিউ, সাংবাদিক প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ আলোচনা এসব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত। জামা'তে আহ্‌মদীয়ার সাথে প্রশ্নোত্তর এবং আহ্‌মদী পরিবারসমূহের সাথে সাক্ষাৎ এর অতিরিক্ত। আপনারা অনুমান করুন, কিভাবে সময় অতিবাহিত হয়ে থাকবে। রেডিওওয়ালারা প্রথমে আধা ঘণ্টার ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। তারপর আরও ১৫ মিনিটের জন্য ইন্টারভিউ নেন। তারপর আরও সময় প্রার্থনা করেন। তখন আমি ক্ষমা চেয়ে নেই। অন্যান্য রেডিওতেও ইন্টারভিউ-এর একই অবস্থা হয়েছিল।

হুযুর বলেন: আমাদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, 'এ সব কি করে সম্ভব হলো? আপনি তো মাত্র দু' বছর হলো এখানে এসেছেন।" তখন জামা'তের বন্ধুরা বল্লেন, "আমরা তো কিছুই করি নাই। কেবলমাত্র টেলিফোনের ডাইরেক্টরী খুলে নেই এবং সেখান থেকে ঠিকানা লিখে আমন্ত্রণ পত্রসমূহ পাঠিয়ে দেই। এ সকল লোক কেন এসেছেন, তাতে আমরা নিজেরা আশ্চর্য বোধ করছি। আল্লাহ্‌রই শান যা তাদের হৃদয়কে এদিকে আকর্ষিত করতে শুরু করে।"

অতঃপর, হুযুর (আইঃ) সিঙ্গাপুর এবং জাপানের সফর বৃত্তান্তও সংক্ষেপে বর্ণনা করেন এবং জলসায় আগত মেহমানদের শুক্‌রিয়া আদায় করেন এবং পরিশেষে পুনরায় বৃটিশ সরকারকে শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করেন, যাঁরা এবার বিগত বৎসরগুলির অপেক্ষা উত্তমরূপে সুবিধাজনক ব্যবস্থায় ভিসা প্রদান করেন।

পরিশেষে হুযুর (আইঃ) দীর্ঘ সময় সকরুণ দোয়া পরিচালনা করেন এবং এই মহতী জলসার পরিসমাপ্তি ঘটে।

(সাপ্তাহিক 'বদর' ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ইং)

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশিত করিবেন।" [ইলহাম—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

আহ্‌মদীয়াতের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম

জুমু'আর খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৪শে মার্চ, ১৯৮৯ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

আজকের বিষয়টি এমন নয় যে এর মধ্যে কোন দুঃখের কথা বলা যায় এবং যার দরুণ মনে কোনও রকম বিষাদ আসে তেমন কোন প্রসঙ্গ আজকের দিনে টেনে আনা যায় না। কিন্তু আপনারা সবাই (পাকিস্তানের) পাঞ্জাব সরকারের সাম্প্রতিক হুকুম নামার ব্যাপার শুনেছেন। আবার অনেকে এমনও থাকতে পারেন, যারা প্রত্যাশা রাখেন যে ঘটনাটা কি ঘটেছে এবং তার দরুন জামা'তের কি প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত সে বিষয়ে তারা আমার বাচনিক কিছু শুনতে চান। তাই আমি ঐ বিষয়ের উল্লেখের উপরই—যদিও তা কষ্টদায়কই হোক না কেন—আমার এই খোৎবা শেষ করবো।

প্রায় তিন চার দিন পূর্বে আমাকে ফোন যোগে এই বার্তা পৌঁছান হয়—নাযের সাহেব উমূরে-আ'ম্মা আমাকে এ পয়গাম দেন যে সারগোধা ডিভিসনের কমিশনার, জিলা ঝং-এর ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশের ছোট-বড় সব কর্মকর্তা এক সাথে রাবওয়ায় এই উদ্দেশ্যে আগমন করেন যাতে তারা রাবওয়ার দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপক ব্যক্তিবর্গ অথবা যে সকল কর্মকর্তা রাবওয়ার প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারেন তাদেরকে একটা পয়গাম দিতে পারেন। অতএব, তাদেরকে একত্র করা হলো এবং পয়গাম এই ছিল যে-

আপনাদেরকে এই শতাব্দীর সমাপ্ত এবং নতুন শতাব্দীর সূচনা উপলক্ষে কোন প্রকারের উৎসব উদ্‌যাপনের অনুমতি দেয়া হবে না—মিছিল বা সভা করার অথবা আলোকসজ্জা ইত্যাদি—এরূপ কোন কিছু করারই অনুমতি দেয়া হবে না। নাযের সাহেব আমাকে জ্ঞাত করেন যে আমরা তাদেরকে বললাম যে, আপনারা এই পয়গামটি লিখে দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে লিখিত আদেশনামা আমরা পাবো না, ততক্ষণ আমরা এর প্রতি কোনও ভ্রুক্ষেপ করবো না, এবং তারপর যা কিছু ঘটবে তার দায়-দায়িত্ব আপনাদের উপর বর্তাবে। সুতরাং এ কথার উপর কমিশনার তাঁদের সাথে ওয়াদা করলেন যে, আমি আগামী কাল উক্ত পয়গাম লিখে পাঠিয়ে দিব। তাদের অনুমান এই ছিল যে লিখিত ভাবে এই পয়গাম দিতে এ জন্য বিলম্ব করা হচ্ছিল, যাতে জামা'ত আদালতে রজু করার সুযোগ না পায় এবং আগামীতে যে ছুটিগুলি আসছিল তা থেকে সরকার ফায়দা লাভ করতে পারে এবং যতক্ষণে জামা'ত আদালতের স্মরণাপন্ন হয় তার পূর্বেই এই দিনটি পেরিয়ে যায়। সেজন্য তার অন্তর এতই দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল এবং (ফোনে কথা বলার সময়) কণ্ঠে এতই দুঃখ

বেদনা প্রকাশ পাচ্ছিল যে কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বর কাঁপছিল তাতে আমার মনে খুব চিন্তার উদ্রেক হলো এবং আমি তাঁকে বললাম যে, "দেখুন! আপনি কখনও আমার সঙ্গে এরূপ ভাবে কথা বলবেন না এবং "আমি আপনাকে বাকায়েদা (আনুষ্ঠানিক ভাবে) এই এক পয়গাম দিচ্ছি যে যা-কিছুই ঘটুক—আপনাদেরকে (সর্বাবস্থায়) নিজেদের ধৈর্য ও সাহসিকতাকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং মোটেই এ সব লোকের কাছে ভীত ও নত হবেন না।" সুতরাং আমি সেই ফোন যোগে আলাপের পর আবার তাঁদেরকে এই বাণী প্রেরণ করাই যে খোদাতা'লার একশত বৎসরের অগণিত ইহ্‌সান ও মহাকৃপাসমূহ রয়েছে; যা জামা'তের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে যে সুখ এবং আনন্দ প্রস্রবণ আমাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছে তা দুনিয়ার কোন শক্তি দাবিয়ে রাখতে পারবে না। কাজেই আপনাদের নিকট আজ আমার পয়গাম এই যে আপনারা অনিবার্যভাবে নিজেদেরকে প্রফুল্ল রাখবেন। আপনাদের উপর দিয়ে যাই ঘটে যাক না কেন, আপনারা নিজেদের আনন্দ উচ্ছাসকে পরাভূত ও বিপর্যস্ত হতে দিবেন না।

আমি তাঁদেরকে বলেছি যে আমি যখন রাবওয়া থেকে রওনা হচ্ছিলাম তখন আমি আপনাদের কাছ থেকে একটি ওয়াদা নিয়েছিলাম। সে ওয়াদাটি ছিল এই যে—আপনারা এই দুঃখকে মরতে দিবেন না এবং সর্বদা এই ব্যথা-বেদনাটিকে তরতাজা ও সতেজ রাখবেন। সে ওয়াদাটিকে আপনারা আজ ভুলে যান। আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে নতুন একটি ওয়াদা নিতে চাই যে খোদাতা'লার অফুরন্ত ফযল ও কৃপা জামা'তকে যে সুখ ও আনন্দ দান করেছে আপনারা সে সুখ ও আনন্দকে সজীব রাখবেন এবং কোনও যালেমকে অনুমতি দিবেন না যে তার পৈশাচিক থাবা আপনাদের হৃদয় থেকে রহমতের এই অনাবিল সুখ ছিনিয়ে নিতে পারে।

নতুন কাপড় পরার যদি আপনাদের অনুমতি না থাকে, তা'হলে ফাটা-পুরান জীর্ণ পোষাকেই বাজারে ঘুরে ফিরুন এবং আনন্দ উচ্ছাসে আপনাদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হোক। আপনাদের অস্তিত্বের অনু পরমাণুও যেন এই দুশমনদের নিষ্ফল ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে থাকে এবং তাদেরকে বলতে থাকে যে আমাদের পবিত্র সুখ ও আনন্দকে নাগাল পাওয়ার মত তোমাদের পাশবিক থাবাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তারপর দেখুন, এই সব লোক কিরূপে আপনাদেরকে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ করতে পারে!? দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাদেরকে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য করতে পারবে না। খোদাতা'লার ফযল ও কৃপাসুলভ আনন্দধারাকে দুনিয়াতে কেউ কি রোধ করতে পারে?! খোদাতা'লার রহমতের আনন্দধারা দুনিয়াতে কি কেউ বাধা দিতে পারে?!

অতএব, এর (পয়গামের) ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে সেখানে একেবারে এক নতুন পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয় এবং পাঞ্জাবে যেখানেই এই পয়গাম গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে (যেমন

অনেকগুলি শহরে) তো তারা (আহ্‌মদীরা) এ কথারও পরোয়া করে নাই যে তাদেরকে কেউ গ্রেফতার করবে ; কারাগারে নিক্ষেপ করবে, মার-ধর করবে অথবা পথে ঘাটে হিঁচড়িয়ে ফেলবে কিম্বা গালমন্দ দিবে। তারা ভরপুর উৎসব উদ্‌যাপন করেছে।

এই দিনটি অর্থাৎ ২৩শে মার্চ এমনই একটি দিন ছিল যে সেদিন সমগ্র এই জাতিটিই বাধ্য হয়ে পড়ে আলোকসজ্জায় এবং আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপনে, কেননা খোদাতা'লার তক্‌দীর ঐ দিনটিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সেজন্য তাদের ঐ সমস্ত গৃহের আলোকোজ্জল বাতিগুলি আল্লাহ্‌তা'লার দৃষ্টিতে আহ্‌মদীয়াতের আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপন করছিল। আর যে সব বাতি তারা আনন্দের গৃহে জ্বলতে দেখতে পাচ্ছিল না, সেগুলি খোদার দৃষ্টিতে সব চেয়ে উজ্জ্বল বলে সাব্যস্ত করা হবে। এবং এমনটি হয়ে থাকে। খোদার তক্‌দীরে এমনটি হয়ে এসেছে। কাজেই আহ্‌মদীয়াতকে দুনিয়ায় কোন শক্তি ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ করতে সক্ষম নয়। এ কথাটি স্মরণ রাখবেন। **আমাদের জন্য আনন্দের দিন এসেছে এবং আনন্দের দিন আমাদের জন্য বেড়ে যেতে থাকবে।** আমাদের জন্য আনন্দসমূহ এরূপভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, সেগুলি আমাদের রাতগুলিকেও দিবসে রূপান্তরিত করবে। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এক বিন্দু পরিমাণও এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই নতুন শতাব্দী আহমদীয়াতের জন্য নিত্য-নতুন আনন্দসম্ভার বয়ে আনবে।

অতএব, আনন্দে উচ্ছল ও উৎফুল্ল হও এবং খোদাতা'লার রহমত-সম্ভারের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আরও প্রস্তুতি গ্রহণ কর। নিজেদের শোকর ও কৃতজ্ঞতার মান আরও উন্নতর করুন। কেননা আমরা তো আজ খোদাতা'লার বিগত ফযল ও কৃপাকে যে অবলোকন করেছি, তার আলোকে আমরা নিশ্চিৎ দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে আমাদের ভবিষ্যৎকাল এত মহান যে আজ থেকে এক শ' বছর পূর্বে যেমন কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না যে বিশ্বের ১২০টি দেশে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বিস্তার লাভ করে যাবে, এবং কেউ এ কল্পনাও করতে পারতোনা যে ইতিপূর্বে তেরশ' বৎসরে জগৎব্যাপী মুসলমানেরা যতগুলি ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা করেছে তার চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক ভাষায় মাত্র কয়েক বছরে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত তওফিক লাভ করবে যে, তারা (বিভিন্ন ভাষায়) অনুবাদ করে সারা বিশ্বময় এই পবিত্র গ্রন্থের তরজমাসমূহ ছড়িয়ে দিবে। সেই যুগে কি কেউ কখনও এমনটি ভাবতেও পেরেছিল ? অতএব, আজ আপনারাও ভাবতে পারেন না, কল্পনাও করতে পারেন না যে, খোদাতা'লার রহমতরাজী (আমাদের অদৃষ্টে) কত কিছু যে মুকদ্দর (নির্দিষ্ট) করে রেখেছে।

অতএব, আমি—রাবওয়ার অধিবাসীরাই হোক অথবা পাঞ্জাবের অন্যান্য অঞ্চলের লোক যারা (পাঞ্জাব সরকারের) এই আদেশটি শুনে দুঃখিত ও মর্মাহত তাদেরকে আমি পুনরায় নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনাদের সুখ ও আনন্দসমূহ তাদের নাগালের উর্ধ্বে।

আপনারা খুশী থাকুন। খোদাতা'লা আপনাদের খুশীকে ক্রমাগত আরও বাড়াতেই থাকবেন।

এটা কেন চিন্তা করেন না আপনারা যে, হৃদয় তাদের কত যে 'মগযুব' (ক্রোধগ্রস্ত) হয়ে পড়েছে, কত যে তাদের কষ্টের নিত্যনতুন উপকরণ খোদাতা'লা সৃষ্টি করে দিয়েছেন! অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারো আনন্দে আযাব-যন্ত্রণায় ব্যাপৃত হয় তার চেয়ে অধিক আর কি জাহান্নুম চিন্তা করা যেতে পারে?! বড়ই সাদা-সিধে ঐ সব লোক, যারা মনে করে যে তারা আদেশ জারী করে আমাদের খুশী ও আনন্দ কেড়ে নিয়েছে!. তাদের আদেশ দেওয়াটাই বলে দিচ্ছে যে, তাদের অন্তরে আগুন দাউ দাউ করছে। এক জাহান্নুমে তারা জ্বলছে—আহ্‌মদীদেরকে খোদাতা'লা কেন নিত্যনতুন রহমত ও বরকতসমূহ দান করে চলেছেন?

সে আদেশটি আমি আপনাদের সামনে পাঠ করে শুনাবো। এইটি আপনারা পড়ে দেখুন। এটা কি কোন কাঁদবার মত আদেশ? এইটির প্রতি তো হাসি পায়; অবাক লাগে যে কত বেকুব নির্বোধ ও জাহেল এবং অজ্ঞ লোক এরা যে এইরূপভাবে অন্যের খুশী ও আনন্দ ছিনবার চেষ্টা তারা করছে। এই হীণ প্রচেষ্টাই বলে দিচ্ছে যে, (তাদের) অন্তরে এক আগুন জ্বলে রয়েছে, এক জাহান্নুম প্রজ্বলিত হচ্ছে। অনেক চেষ্টা তারা করেছে। অনেক জোর লাগিয়েছে, যাতে আহ্‌মদীয়াতকে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ সাব্যস্ত করতে পারে। (কিন্তু) আজ একশত বৎসর পর নিজেদের চোখের সামনে দেখছে যে, কিছুই করা সম্ভব হয়ে উঠে নাই। কোন নিষ্ঠুরতাই কাজে লাগে নাই। যে কোন প্রকারের হীণ সংকল্প ও ইচ্ছা-আকাঙ্খাই আহ্‌মদীয়াতকে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য করা তো সুদূর পরাহত, আহ্‌মদীয়াতের পায়ের ধূলোকেও তারা নিষ্ফল সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয় নাই। এ সেই (বিশ্লেষণমূলক) অবস্থা, যা ঐ আদেশটা থেকে প্রতিভাত হয়। এটা এক পরাজয়ের স্বীকৃতি যে—'আমরা সর্বাত্মক সব কিছু ব্যর্থ হলাম। এখন যেন খোদার ওয়াস্তে কিছু অনুষ্ঠিত না হয়। কেননা তোমাদের খুশী আমাদের জন্য দুঃখ দায়ক হবে।

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্‌ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন। ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

দৌড়াইয়া স্বাস্থ্য ভাল করো

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

কয়েক দিন আগের কথা। সাথীদের সাথে প্রাতঃ ভ্রমণ করছি। ৭/৮ বৎসর বয়সের ৩টি শিশু বিপরীত দিক থেকে হেটে আসছে। এদের পোষাক আশাক ধরণ ধারণ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। পরণে পাজামা, গায়ে লম্বা জোব্বা, মাথায় গোল টুপি। আমাদের সাথী ব্যারিষ্টার হাবীব আহমদ সাহেব থেমে গেলেন, ওদেরকে থামিয়ে দিলেন। আমাদের গতিও খুব শ্লথ হয়ে গেল। হাবীব সাহেব স্নেহের সুরে ওদেরকে 'হুযূর' বলে সম্বোধন করে নাম ধাম জিজ্ঞেস করছেন। এরা খুশী ও হাসিমুখে জবাব দিলো। ওদেরকে ছেড়ে দেওয়ার আগে তিনি উপদেশ দিলেন—এ বয়সে তোমরা হাটছো কেন-দৌড়াইয়া স্বাস্থ্য ভাল করো। ব্যারিষ্টার সাহেবকে বল্লুম স্বাস্থ্য ভাল করার যে সহজ ফরমূলাটি ওদের বাত-লালেন তা যথেষ্ট হলে তো খুবই আনন্দের বিষয় হতো। বর্তমান সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞানের অপব্যবহার আমাদের জীবন যাপনকে এমন সহজ সরল রেখেছে কি? এদের তথা আমাদের সবারই স্বাস্থ্য ভাল হওয়া বা থাকা একক চেষ্টা নয় বরং সমগ্র সমাজের মনমানসিকতা ও আচার আচরণের উপর নির্ভর করছে। এরা দৌড়াইয়া এ ব্যাপারে কতদূর এগুতে পারবে-এর কিছুটা সন্ধান নেয়া যাক।

পথেই যখন উল্লেখিত শিশুদের সাথে সাক্ষাৎ তখন 'টোকাই' বা 'পথকলিদের' নিয়েই আলোচনায় যাওয়া যাক। বলা প্রয়োজন যে সব শিশু কিশোররা টোকাই বা পথকলি নয় অর্থাৎ যাদের বাড়ী আছে এবং গৃহে লালিত পালিত হচ্ছে তাদেরকে 'গৃহকলি' বা গৃহকুঁড়ি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

টোকানির কাজ করতে গিয়ে পথকলিদের মাঝে যে অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলে তাতে তাদের দৌড়ানোর কাজ যে হয়ে যায় তা বলা বোধ হয় ভুল হবে না। তা'ছাড়া এদের দলের অন্যান্যদের জীবিকা অর্জনে যেভাবে সংগ্রাম ও পরিশ্রম করতে হয় তাতেও দৌড়ানোর সমতুল্য শ্রম হয়না বলা যায় না। গৃহকুঁড়িদের মাঝে অনেকে খুব অসচ্ছলতার মাঝে লালিত হয় যাদেরকে জীবন সংগ্রামে পথকলিদের কাছা কাছিই যেতে হয়। এর পরে আসে মধ্যবিত্ত এবং সচ্ছল ও প্রাচুর্যবান শিশু কিশোরদের কথা। বয়সের তাগিদেই এরা খেলা-ধূলা, ছুটা ছুটি করে। অন্য কথায়, এরা দৌড়ের কাজ করে না তা বলা যায় না। এসব নিয়ে নানা বিতর্ক তোলা যায়। ওসবে আমরা যাচ্ছি না, যাওয়ার কোন প্রয়োজনও নেই। ব্যারিষ্টার সাহেবের মতকে গ্রহণ করে পথকলি ও গৃহকুঁড়ি যাদের যতটুকু দৌড়ান দরকার। সে ততটুকু দৌড়ালেই স্বাস্থ্য ভাল হবে কি বা সে কথায় যাওয়া যাক এবং তাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

স্বাস্থ্যের জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য। পুষ্টির সাথে নির্ভেজালতা এবং পচা বাসি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। খাদ্যের পুষ্টি কিভাবে

নষ্ট হয় কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয় এসব বিষয়ে জ্ঞান থাকাও একান্ত পয়োজন। তা'ছাড়া জীবনের আদর্শ, অভ্যাস, সংস্কার এসবও খাদ্য এবং স্বাস্থ্যের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখে। এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। শিশু কিশোররা এসব ব্যাপারে প্রধানতঃ অভিভাবকগণ দ্বারাই পরিচালিত হয়। অনিবার্য কারণে এখানে ভেজালের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে কেননা এর সাথে মানুষের লোভ-লালসা, দায়-দায়িত্ব, কল্যাণ-অকল্যাণ বোধ তথা মানবতাবোধের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।

ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য কত যে ক্ষতিকর হতে পারে তা বলে শেষ করবে কে? খাদ্যে ভেজালের কাজটা স্থিতিশীল নয়। অহরহ এর পরিধি ও পরিমাণ বেড়ে আমাদের প্রগতির (?) গতিকে ব্যাপকতর করে চলেছে। কথা না বাড়ায়ে একটি সাপ্রতিক উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। ১০-৯-৮৯ তারিখে সংবাদ পত্রিকায় 'ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়ে ১১ জনের মৃত্যু' খবরটির শেষ প্যারাতে বলা হয়েছেঃ 'এ ব্যাপারে সদর হাসপতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ কমলেশ দেবনাথের সাথে যোগাযোগ করলে ভেজাল তেল খেয়ে জনসাধারণ এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলে তিনি জানান।' এ ভেজাল যে দুধ, ঘি, মাখন, গুড়, চিনি, লবন ইত্যাদি অর্থাৎ বাজারে চালু প্রায় সব তৈরী (কল কারখানায় প্রস্তুত) খাদ্যেই বিস্তার লাভ করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না সে ইংগিত আগেই দেয়া হয়েছে। দৌড়াইয়া আমাদের হৃদয়ের টুকরো শিশু কিশোররা ভেজালের দূর্লঙ্ঘ্য সীমানা অতিক্রম করতে পারবে কি?

দৌড়াইয়া স্বাস্থ্য ভাল করে ঘরে ফিরে ওরা যা খেতে বাধ্য হচ্ছে তাতে ওদের স্বাস্থ্য খারাপই তো হওয়ার কথা এবং হচ্ছেও তাই। যারা হোটেল মোটেলে বা রাস্তায় 'ইটালিয়ান' হোটেলে বসে বা ডাষ্টবিন হতে কুড়িয়ে খায় তাদের খাদ্য জগতে তো ভেজালের সাথে পচা বাসিরও অবাধ রাজত্ব চলেছে। উল্লেখ্য যে, যারা খাদ্য প্রক্রিয়াজাত বা প্রস্তুত করার কারখানা ও হোটেল মোটেল চালায় তারা খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক বেশী ওয়াকেফহাল এবং জেনে শুনেই তারা খাদ্যাদির প্রস্তুতিতে বিশেষজ্ঞদের সক্রিয়তায় এবং সুনিপুন প্রচারণায় তাদের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যকে দেশময় এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলন করে। কোন কোন হোটেলে মৃত এবং নিষিদ্ধ পশু পাখীর মাংসও খাওয়ানোর খবরাদিও মাঝে মধ্যে খবরের কাগজে হেড লাইনে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কেন তারা এরূপ জঘন্য কাজ করে সে কথায় পরে আসছি। এখানেই শেষ নয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবস্থা আরো করুণ, আরো ভয়াবহ।

'রোগ শোক কি বইলা কইয়া আহে?

'বইলা কইয়া আসে না বইলাইতো সাবধান হতে হবে'। কথা ঠিক। তবু কথা থেকে যায়। এদেশের সামগ্রিক পরিবেশে কত সাবধান হওয়ার জ্ঞান গরিমা রাখি আমরা? আর শত সাবধান হলেও এ পরিবেশে রোগ শোক সর্বতোভাবে এড়ানো সম্ভবপর নয় এ সহজ

সত্যকে এড়াতে যাওয়া বোকামী বৈ নয়। কথা না বাড়ায়ে রোগক্রান্ত কোন ব্যক্তির (আমাদের উল্লেখিত শিশু কিশোরদের সহ) অবস্থা ভাবা যাক। ধরে নেয়া যাক ডাক্তার সঠিক রোগ নির্ণয় করে প্রেসক্রিপসন ও পথ্য দিলেন। রোগীও ডাক্তারের নির্দেশমত সব কিছু করলেন। কিন্তু (এ 'কিন্তু' খুবই মারাত্মক) বাজারের প্রাপ্য ওষুধ খাঁটি নয়। যার সাক্ষ্য ইদানিং অনেকগুলো ওষুধ তৈরীর নামকরা কোম্পানী খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে বক্স করে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছে তাদের অমক সনের অমুক অমুক ওষুধ প্রয়োজনীয় মানের না হওয়ায় তা বাজার থেকে তুলে নেয়া হলো। খুব ভাল কথা। ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল এগুলো বাজারে চালু ছিল—এর কি হবে? আমাদের কথা হলো—ওষুধতো বাজারে বইলা কইয়াই আছে। এ নিয়ে কোন কোন পত্রিকায় গুরুত্ববহ সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে।

জাল ভেজালে ভরা ওষুধের নির্মম হাত হতে আমাদের অতি আদরের শিশু কিশোরদের (অবশ্য সবাইকে) বাঁচাতে না পারলে দৌড়াইয়া ওরা ওদের স্বাস্থ্য কতটুকু ভাল করতে পারবে সে প্রশ্ন আর কত কাল এড়ানো যাবে।

শিশুকাল হতে নেশার পথিক করে 'লাভবান' হওয়ার জন্য শিশুদের প্রিয় খাদ্যে (বিভিন্ন ধরণের চিউংগাম ইত্যাদিতে) নেশার আমেজ দেওয়া হয়। গৃহ কুঁড়িদের কেউ কেউ এবং পথ কলিদের অনেকেই বিড়ি টানার বদ অভ্যাসে আক্রান্ত হয়। বড়দেরকে দেখেই এরা এ সব শিখে। নিশ্চয়ই ধুমপানে অভ্যাস্থ হওয়া কারো জন্য কাম্য ও কল্যাণের নয়। বড়ই বেদনাদায়ক যে ধুমপানের বিড়ি সিগারেটেও আজকাল নাকি মারাত্মক নেশার উপাদান দিয়ে দেয়া হয় যাতে পান করে ক্রমাগত এর মাত্রা বাড়াতে আনন্দ পায়। নেপথ্যে যারা এ সব করেছে তাদের নিকট মনুষ্যত্বের কোন মূল্যই নেই। এভাবে ফিরিস্তি অনেক বাড়ানো যায়। সে দিকে না গিয়ে জাল ভেজাল ও মাদকতার প্রসারের পেছনে যে মনমানসিকতা কাজ করছে সে কথায় যাওয়া যাক।

মানুষ যখন স্রষ্টাকে এবং তার নিজের জীবনের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও আদর্শকে ভুলে যায় বা বৈষয়িক জীবনের সাময়িক ভোগ বিলাসকে প্রাধান্য দেয় তখন সে লোভ লালসা ও মুনাফা লাভের সহজ শিকারে পরিণত হয়। এদের (সংখ্যাও) প্রভাব যখন বাড়তে থাকে তখন ব্যক্তি, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন অবক্ষয়ের নির্মম গ্রাসে আক্রান্ত হয় এর ভয়াবহ ছোবল হতে বাঁচার পথ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে চলে।

ইদানিং অবক্ষয়ের সীমাহীন বিস্তার ও বৈচিত্র নিয়ে পত্র পত্রিকায় ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু উদ্ধারের সঠিক সন্ধান কোথাও মিলছে বলা যায় না। এখানে আমরা সংক্ষেপে সে সন্ধান তুলে ধরারই চেষ্টা করছি যাতে মানুষের শুধু দৈহিকই নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সব 'স্বাস্থ্যই' রক্ষা হয় ক্রমাগত সাবলিলতা লাভ করে।

প্রথমে উল্লেখ্য যে, মানব জীবনের প্রধান তিনটি দিকের (দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) কোনটাকে অবহেলা করা বা অনাবশ্যকীয় গুরুত্ব দেয়া যায় না। তা করলে ব্যক্তি, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের ভারসাম্য ধ্বংস হয়। এ ধ্বংসের চোরাপথ দিয়েই অবক্ষয়ের

আগ্রাসন শুরু হয়। আগ্রাসন এজন্যই সম্ভবপর যে স্রষ্টা মানুষের মাঝে মহত্ব এবং হীনত্ব উভয়ের বীজ রোপিত করে দিয়েছেন। সাথে সাথে তাকে যে কোনটা বেছে নেয়ার বুদ্ধি এবং স্বাধীনতাও দিয়েছেন। তা ছাড়া অবক্ষয়ের চরম দুর্দিন কাটিয়ে ওঠার জন্য নবী প্রেরণের কল্যাণময় বিধান রেখেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ তথা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের যুগে অবক্ষয়ের যে চিত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে ফুটে উঠেছে তা হলো :

ধর্মীয়জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াত (আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা) প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, প্রকাশ্যে ব্যাভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে যাবে, মারামারি কাটাকাটি বেশী হবে, ব্যবসায়ীদের মাঝে ঈমানদারের অভাব হবে, ভূমিকম্প বেশী হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে মানুষ গৌরব অনুভব করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রচলন হবে, দলের সর্দার ফাসেক (দুর্নীতিবাজ) হবে, জাতির নীচ লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে, উহাতে চড়ে মানুষ দূরদেশে যাতায়াত করবে না। '(বুখারী, মুসলিম)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে মান্য করার গুরুত্ব এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর যেসব হাদীস রয়েছে তা হতে মাত্র দু'টোর উদ্ধৃতি দেয়া হলোঃ

'ইমাম মাহ্‌দী যাহির হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর হাতে বয়আত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়; নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহ্‌দী।'

'সপ্তর্ষি মণ্ডলে উত্থিত ঈমানকে তিনি পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন এবং মহৎ চরিত্র ও ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা নাস্তিকতার মরিচা ধৌত করে অন্তরে তৌহিদ ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করবেন এবং ঈমানকে সঞ্জীবিত করে সাহাবাগণের ন্যায় পবিত্র ও প্রকৃত মু'মেনীনদের জামা'ত গঠন করবেন।'

হাদীসে উল্লেখিত দুর্বিসহ অবস্থার কল্যাণময় পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে মসীহ্ মাওউদ তথা ইমাম মাহ্‌দীরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি নিজ থেকে কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে আসেন নি, প্রয়াসও নেন নি। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি কুরআন প্রদত্ত ইসলামের পুনর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠার কার্যকর পন্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা মানবতাকে অবক্ষয় মুক্ত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ১২০টি দেশে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কায়েম হয়েছে। বস্তুতঃ একমাত্র অবক্ষয় মুক্ত সমাজই শুধু আমাদের শিশু কিশোরই নয় সবার জন্যই দৈহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের লালন ও পরিপূর্ণ বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করবে। অথাৎ দৌড়াইয়া ইমাম মাহ্‌দীর বয়াত নাও।

শুধু ছোটদের ওপর দৌড়াইয়া স্বাস্থ্য ভাল করার ভার ছেড়ে না দিয়ে চলুন সবাই মিলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সামগ্রিক কল্যাণকর পরিবেশ সৃষ্টিতে যথাসাধ্য সক্রিয় হই ও আল্লাহ্‌র দরবারে দরদে দিলে এর সাফল্য কামনা করি। নিশ্চয় পরম করুণাময় আমাদের ওপর তাঁর করুণার ধারা বর্ষণে দ্রুত এগিয়ে আসবেন এবং কখনও কার্পণ্য করবেন না এ প্রত্যয়ে দৃঢ়মূল হই।

হাওয়া মে তেরে ফযলোঁ কা মুনাদী

আকাশে বাতাসে তোমার ফযলের ঘোষণা

গত পাঁচ বছরের মধ্যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের অগ্রগতি

মাওলানা সালেহ আহমদ (সদর মুরব্বী)

০ পৃথিবীতে ১৩০৮টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় ৪৬ শতাংশ বেশী

০ একটি দেশে যেখানে ১৬টি জামা'ত ছিল, সেখানে এই পাঁচ বছরে ১৬০টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

০ এই পাঁচ বছরে বিদেশে ৬৬০টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ২০১টি তৈরী মসজিদ জামা'তের হস্তগত হয়েছে (মসজিদের ইমাম ও মুসল্লিদের আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করার কারণে)।

০ ১৯১টি নতুন মিশন-হাউস তৈরী করা হয়েছে। এর পূর্বে ১৯১টি মিশন-হাউস ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০২।

০ 'দায়ী ইলাল্লাহ্‌র' কর্মসূচীর মাধ্যমে মালী এর একটি মাত্র এলাকায় ১৩৮০০ বয়াত হয় এবং বর্তমানে এই সংখ্যা ৪৫ হাজারে পেঁৗছে গেছে।

০ চলতি ১৯৮৯ সনে এ পর্যন্ত বয়আতের সংখ্যা হয়েছে ৬১০০০। বছর পূর্তির এখনও তিন মাস বাকী আছে। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে বয়াতের সংখ্যা এ বছর ১ লাখে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়।

০ এঙ্গোলার এক আহ্‌মদী লণ্ডন জলসার একটি ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ তা দেখে এতো পসন্দ করেছেন যে, তারা সেই ক্যাসেট থেকে অনেকগুলি অংশ কয়েকবার টিভিতে টেলিকাষ্ট করেছেন।

০ এ বৎসর কমোরোজ দ্বীপে তবলীগ করার ফলে সেখানকার ৬০০ লোক বয়াত করে জামা'তে দাখেল হয়েছেন।

০ 'ওয়াক্‌ফে নও' এর তাহরীকে এ পর্যন্ত ২৬৭১টি শিশুর জীবন পিতামাতারা ধর্ম সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন।

০ চয়নকৃত কুরআন করীমের আয়াতের বিষয়-ভিত্তিক তরজমা ১১৫টি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

০ ১১২টি ভাষায় (বিষয়-ভিত্তিক) নির্বাচিত হাদীসের তরজমা প্রকাশ করা হয়।

০ ১০৭টি ভাষায় হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক হতে নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হয়।

০ এগারোটি ভাষায় ১২০টি পুস্তক প্রকাশ করা হয়।

০ শুধু কানাডাতেই গণ-সংযোগের মাধ্যমে ৮০ লাখ ব্যক্তির নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছানো হয়।

০ কানাডার বিভিন্ন জায়গায় Ahamaddiyya day এবং Ahmaddiyya week পালন করা হয়।

০ সিয়েরালিউন আহ্‌মদীয়া জামা'তের শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করেছে।

(আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার ১৯৮৯ সনের লণ্ডন সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা হতে সংগৃহিত)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ঃ কয়েকটি বরাত ও উদ্ধৃতি

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(৯ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৯.২। উপরোক্ত বুযুর্গানে দীনের কতিপয় উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হইল :

(১) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)

"কুলু ইন্নাহু খাতামাল আম্বিয়ায়ে ওয়ালা তাকুলু লা নাবীয়া বাদাহু"

অর্থ—"তোমরা তাঁহাকে (হযরত মুহাম্মদ সাঃ) "খাতামুল আম্বিয়া বলিবে, তাঁহার পরে নবী নাই—এ কথা বলিও না।" (তাকমেলা মাজমাউল বেহার)।

(২) হযরত ইবনে কাতীবা (রহঃ)

"হযরত আয়েশা (রাঃ) উক্ত বাণীটি হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কথার (লা নবীয়া বাদী—আমার পরে নবী নাই এর) বিরোধী নয়। কেননা এই কথার উদ্দেশ্য হইল এই যে, আমার পরে এমন কোন নবী নাই যিনি আমার আনীত শরীয়তকে রহিত করিবেন।" (তাবিলু মুখতালেফিল আহাদীস)

(৩) হযরত ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ)

আল্লামা আবু হাইয়ান (রহঃ) সুরা নেসার ৭০ নং আয়াতের তফসীর করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"রাগেব বলিয়াছেন যে, 'আনামাল্লাহু আলাইহিম' এর অর্থ আল্লাহ্ ঐ চারি শ্রেণীর সহিত মর্যাদা ও পুণ্যে তাঁহাদিগকে যুক্ত করিবেন যাঁহাদিগকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছেন। এই প্রকারে তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন, তাঁহাকে নবীর সহিত মিলিত করিবেন এবং যিনি সিদ্দিক হইবেন তাঁহাকে সিদ্দিকের সহিত মিলিত করিবেন ..... ।

(তফসীর বাহরুল মুহীত)

(৪) হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্তা'লা আমাদিগকে গোপনে তাঁহার বাক্য এবং রসূলুল্লহ (সাঃ)-এর বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং এইরূপ মর্যাদাবান পুরুষদিগকে "আম্বিয়াউল আউলিয়া' (ওলীগণের মধ্য হইতে নবীগণ) বলা হয়"। (আল ইয়াকিতু ওয়া আল-জাওয়াহের)

(৫) হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহঃ)

"আমার পরে রসূল নাই এবং নবী নাই—সংক্রান্ত হাদীসের অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে

এমন কোন নবী হইতে পারিবেন না যিনি মুহাম্মদী শরীয়তের বিরোধী হইবেন, বরং যখনই কোন নবী হইবেন, তিনি মুহাম্মদী শরীয়তের অধীনে হইবেন"।

"কোন সন্দেহ নাই যে, নবুওয়াতে মুতলাকা' (শরীয়ত বিহীন সাধারণ নবুওয়াত) কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সৃষ্টির মধ্যে জারী থাকিবে—যদিও নূতন শরীয়ত আনয়ন বন্ধ হইয়াছে।"

(ফতুহাতে মক্কীয়া, ২য় খণ্ড)

(৬) মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রহঃ)

"খোদার পথে পুণ্য অর্জনের জন্য এমন চেষ্টা কর যেন উম্মতের মধ্যে নবুওয়াতের অধিকারী হইতে পার।"

(মসনবী, ১ম দফতর)

"আঁ-হযরত (সাঃ) খাতামান্নাবীয়ীন হওয়ার কারণ হইল দানশীলতা অর্থাৎ কল্যাণ বিতরণে তাঁহার মত কেহ নাই এবং কেহ হইবেন না।" (মসনবী—৬ষ্ঠ দফতর)

(৭) হযরত আব্দুল করীম জিলানী (রহঃ)

"অনেক নবীর নবুওয়াত অলীগণের নবুওয়াতের ন্যায় 'নবুওয়াতুল বেলায়েত' যেমন—খিজির (আঃ)-এর নবুওয়াত এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াত। যখন হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, তখন তাঁহার নবুওয়াত তশরীয়ী (শরীয়ত বাহী) হইবে না।"

(আল ইনসানুল কামেল)

(৮) আল্লামা ইবনে খালদুন (রহঃ)

"বেলায়েতে-কামেল মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সুফীগণ 'খাতামুল আউলিয়া' বলিয়া থাকেন—যখন ঈসা হযরত খাতামান নাবীয়ীন (সাঃ) ছিলেন নবুওয়াতের সেই চূড়ান্ত ও পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী যাহা নবুওয়াতের খাতেমা স্বরূপ।" (মুকাদ্দামাতু ইবনে খালদুন)

(৯) হযরত আব্দুল ওয়াহাব আল-শা'রানী

"সুতরাং কোন সন্দেহ নাই যে, 'সাধারণ নবুওয়াত' (নবুওয়তে মুতলাকা) উঠিয়া যায় নাই—কেবলমাত্র তশরীয়ী নবুওয়াত (শরিয়ত বাহী নবুওয়াত) বন্ধ হইয়াছে।"

"লা নাবীয়া বাদী" হাদীস দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর পরে শরীয়তদাতা কোন নবী নাই।" (আল ইউয়াকিতু ওয়া আল-জাওয়াহের)

(১০) হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাহের (রহঃ)

"খতমে নবুওয়াত সংক্রান্ত উক্তিটি হযরত আয়েশা (রাঃ) এই প্রেক্ষিতে বলিয়াছেন যে, এই উম্মতে হযরত ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হইবেন এবং উক্ত উক্তিটি 'লা নবীয়াবাদী হাদীসেরও বিরোধী নহে। কেননা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এমন কোন নবী হইবেন না যিনি তাঁহার শরীয়তকে রহিত করিবেন।"

(তাকমেলা মাজমাউল বেহার)

খোদ্দামের কথা

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ও আতফালুল আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ-এর ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত।

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা, দোয়া ও যিকরে ইলাহীর মনোরম রূহানী পরিবেশের মধ্য দিয়ে গত ৬, ৭ ও ৮ই অক্টোবর '৮৯ ইং তারিখে আহ্‌মাদীয়াতের বিজয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ও আতফালুল আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ-এর ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

এই ঐতিহাসিক ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, ন্যাশনাল কায়েদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন কে, এম, মাহবুল ইসলাম, সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি। ৬ই অক্টোবর বাদ জুমুআয় অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পরে দোয়া পরিচালনা করেন, মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। আহাদ পাঠ পরিচালনা করেন মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব, বাঃ মঃ খুঃ আঃ উর্দু ও বাংলা নযম শুনান যথাক্রমে জনাব এস, এম বরকতুল্লাহ ও জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। এরপরে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, এর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তিনি সেগুলো সমাধানের দিক নির্দেশনা দান করেন।

অতঃপর মোহতারম সদর সাহেবের পয়গাম পাঠ করে শুনানো হয়। অভ্যর্থনা জানান জনাব শহীদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি '৮৯। অভ্যর্থনায় তিনি উপস্থিত খোদ্দাম ও আতফালদেরকে দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট করে ইজতেমায় হাজির হওয়ার জন্য মোবারকবাদ জানান। অতঃপর সন্তানদের চরিত্র গঠনে অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ইসলাম প্রচারে যুব সমাজের ভূমিকা বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মোহতারম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, নাযেমে আলা, বাঃ মঃ আঃ ও জনাব জাফর আহমদ। বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক সাধারণ বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেন জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান, ন্যাশনাল মোতামাদ। অর্থ বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেন জনাব আজহার উদ্দিন খন্দকার, নাযেম মাল, বাঃ মঃ খুঃ আহ্‌মদীয়া। অতঃপর উপস্থিত বিভাগীয় জেলা ও স্থানীয় মজলিসের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সপ্তম বার্ষিক শূরার জন্য সাধারণ বিষয়ক ও অর্থ বিষয়ক দু'টি সাব কমিটি গঠন করা হয়। এরপর ইজতেমার কর্মসূচী মোতাবেক জনাব কাওসার আহমদ সাহেবের পরিচালনায় খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ নামায মাগরিব ও এশা জনাব আব্দুল আযীয, বিভাগীয় কায়েদ খুলনা-এর সভাপতিত্বে তরবীয়তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব আকবর আহমদ, নাযেম তালীম ও ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদ। রাত ৯টা পর্যন্ত স্থায়ী উক্ত অধিবেশনে কুরআন তেলোয়াত ও নযম পাঠের পরে- (১) আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব, (২) নামায কায়েমের গুরুত্ব ও হুযূরের তাহরিক, (৩) কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, (৪) আধুনিক বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান প্রভৃতি বিষয়ের উপরে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব নাজমুল হক সাহেব, জনাব মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী, জনাব মৌলভী মুহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব, প্রাইভেট সেক্রেটারী ন্যাশনাল আমীর, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ এবং জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আখ্‌তার হোসেন।

অতঃপর রাত নয়টা হতে ১০টা পর্যন্ত ভি, সি, আর—এ জামা'তে আহ্‌মদীয়ার কর্মতৎপরতার প্রদর্শনী এবং রাত ১০ ঘটিকায় মজলিসে শূরার সাব কমিটিদ্বয়ের পৃথক পৃথক দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসের কার্যক্রমকে তরান্বিত করার জন্য তারা বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রস্তাব আকারে পেশ করেন। ইজতেমার দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচী শনিবার ভোর ৪টায় বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে শুরু হয়। ফজরের নামাযের পরে উপস্থিত সকল খোদ্দাম ও আতফাল দারুত তবলীগ থেকে শাহবাগ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত একটি মিনি ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন। এরপরে বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নাস্তা পরিবেশন ও দুপুরের খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে খোদ্দাম ও আতফালের পৃথক পৃথক ভাবে নযম প্রতিযোগিতা ও দীনি মালুমাত পরীক্ষা লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুর ২-৩০ মিঃ থেকে ৪-৩০ পর্যন্ত শূরা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সাব কমিটিদ্বয়ের প্রস্তাবিত রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং উক্ত প্রস্তাবাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পূর্বক সভায় গৃহীত হয়। উক্ত অধিবেশন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন মোহতারম মোহাম্মদ আবদুল হাদী, ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ।

বিকেল ৫টায় আহ্‌মদীয়া ইন্টারন্যাশনাল মার্শাল আর্ট'স এসোসিয়েশনের বাংলাদেশের প্রধান শাখার উদ্বোধন করেন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর, মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলাদেশ ড্রাগন ক্যারাতে এসোসিয়েশনের সি এন. সি, জনাব রফিকুল ইসলাম নিউটন সাহেব তার ২ জন সহকারী সহ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে এস, এম, বরকতুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে আহ্‌মদী ক্যারাতে প্রশিক্ষণ প্রার্থীরা একটি আকর্ষণীয় ক্যারাতে সো প্রদর্শন করে যা উপস্থিত দর্শকদেরকে মুগ্ধ করে।

অতঃপর অত্যন্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের মধ্যে ভলিবলের সেমিফাইনাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঢাকা বিভাগ বিজয়ী হয়।

মাগরিব ও এশা নামাযের পর জনাব মাহমুদুল হাসান (ফুলু), বিভাগীয় কায়েদ, রাজশাহী-এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় তরবীয়তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থাপন করেন জনাব আবদুস সামী সাহেব। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর (১) খাতামান্নাবীঈন (সাঃ), (২) সিরাতে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ), (৩) আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব, (৪) মাদকাশক্তির অপকার ও প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে (১) মোহতারম মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী, (২) জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান, ন্যাশনাল মোতামাদ, (৩) জনাব আজহার উদ্দিন খন্দকার, নাযেমে মাল, (৪) জনাব মোস্তাক আহমদ হিমু, নাযেমে ইসলাহ ও ইরশাদ। অতঃপর প্রশ্নোত্তর ও সাংগঠনিক আলোচনা পর্ব রাত্র ৯টা পর্যন্ত চলে। তৎপর জামাতে আহ্‌মদীয়ার কর্মতৎপরতা ভি, সি, আর-এ প্রদর্শন করা হয়।

ইজতেমার তৃতীয় দিবস রবিবার যথারীতি বা-জামাত ফজরের নামাযের পর তেলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগিতা (খোদ্দাম ও আতফাল) অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে আতফালুল আহ্‌মদীয়ার একটি বিশেষ সম্মেলন বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার নাযেম আতফাল, জনাব মোহাম্মদ সেলিম খানের উদ্যোগে এই প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান, ন্যাশনাল মোতামাদ। ছোট তিফল শামসুল হাসানের কুরআন তেলাওয়াত এবং কাউসার আহমদ মাসুদের নযম পাঠের পর জনাব জাফর আহমদ জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ আতফালুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। অতঃপর আতফালদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে কে, এম, মাহবুব-উল-ইসলাম, জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী, আতফাল ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং মৌলানা সালেহ আহমদ, (বিশেষ অতিথি)। অতঃপর আগামী ১৯৮৯-৯০ সালের কর্মপরিকল্পনা পেশ এবং চলতি বৎসরের শ্রেষ্ঠ মজলিস ঘোষণা করেন জনাব সেলিম খান, নাযেম আতফাল, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া। অতঃপর সভাপতি সাহেব তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেবের পরিচালনায় দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

পরে খোদ্দাম ও আতফালের বক্তৃতা, উর্দু তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধূলার মধ্যে উল্লেখ্য চট্টগ্রাম ও খুলনার ভলিবলের সেমি ফাইনাল প্রতিযোগিতা। এতে চট্টগ্রাম দল বিজয়ী হয়। বিজয়ী চট্টগ্রাম দলের সংগে পূর্বের বিজয়ী ঢাকা বিভাগীয় দলের চূড়ান্ত খেলায় ঢাকা বিভাগ চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করে।

হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতায় (আতফাল) ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগ বিজয়ী হয়।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিকেল ৪-৩০ মিনিটে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন সহযোগিতায় ছিলেন কে, এম, মাহমুদুল হাসান, ন্যাশনাল মোতামাদ।

প্রথম স্থান অধিকারী খাদেম জনাব হুমায়ুন কবিরের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নামায ও মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে প্রথম স্থান অধিকারী তিফল মোবাশ্বেরুল হক ও আরিফ আহমদ। ছোট শিশু মো: জাকির হোসেন, 'আখেরী জামানা' শীর্ষক নযমটি পাঠ করে উপস্থিত সবাকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করে। অতঃপর এতায়াতে নেযামের উপরে জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, আমীর আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা। নতুন শতাব্দীতে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মোহতারম মোহাম্মদ আবদুল হাদী, ন্যাশনাল কায়েদ, হৃদয়স্পর্শী সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, শুকরিয়া জ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন কে, এম, মাহবুব উল ইসলাম, সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি। অতঃপর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরিশেষে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে এই ইজতেমায় ছয়জন ভ্রাতা বয়াত করে পবিত্র আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইজতেমা শেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে, মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব সহ, বা: ম: খো: আ: এর মজলিসে আমেলা বিভাগীয় ও জেলা কায়েদ সাহেবদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমায় খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৫৬ এবং আতফালুল আহ্‌মদীয়ার ২৫টি মজলিস হতে যোগদানকারী খোদ্দাম ও আতফালদের সংখ্যা সর্বমোট ৭২৫ জন ছিল। এ ছাড়াও অনেক আনসার ও গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতা ইজতেমায় শরীক হয়েছিলেন। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অধিবেশনে লাজনা এমাউল্লার অনেক সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

খাকসার

কে, এম, মাহবুব উল ইসলাম
সেক্রেটারী,
ইজতেমা কমিটি।

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি।
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।।"

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:)

বিজ্ঞপ্তি

কাযা বোর্ড গঠিত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে আপাততঃ ৩ বৎসরের জন্য বাংলাদেশে একটি কাযা বোর্ড গঠিত হয়েছে।

কাযা বোর্ডের সভ্যগণের নাম ঃ

১। ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, চেয়ারম্যান
২। ডাঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব, (সেক্রেটারী ওমরে-আমা) মেম্বার-সেক্রেটারী
৩। মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব, সদর মুরব্বী, সদস্য
৪। মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী, সদস্য
৫। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা, সদস্য
৬। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম, সদস্য
৭। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বি বাড়ীয়া, সদস্য
৮। জনাব আবদুল খালেক সাহেব (এ্যাডভোকেট), সদস্য
৯। জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব, সদস্য
১০। জনাব হামিদ হাসান খান সাহেব, প্রেসিডেন্ট, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, দিনাজপুর, সদস্য
১১। জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, রাজশাহী, সদস্য

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ইন্সপেক্টর বায়তুল মালের পদে কতিপয় লোক নিয়োগ করতে যাচ্ছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে জনাব অর্থ সচিব, আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের নিকট নিজ হস্তে লিখিত দরখাস্ত দাখেল করার জন্য বলা হচ্ছে। দরখাস্তে অবশ্যই নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট বা আমীরের সুপারিশ প্রভৃতি থাকতে হবে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হবে।

জেনারেল সেক্রেটারী
আঃ মুঃ জাঃ, বাংলাদেশ

আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকা, একজন অফিস সহকারী নিয়োগ করতে যাচ্ছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে ঢাকা জামাতের আমীর সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে বেতন স্কেল নির্ধারিত হবে।

আমীর
আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত
ঢাকা

পাক্ষিক আহ্‌মদী/৩২ ১৫ই অক্টোবর '৮৯

নং-সার্ক্‌-২৮/৪২৩ (১৫০) তারিখ :-২১-৯-৮৯ইং।

জনাব আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান

বিষয় :—মোয়াল্লেম ট্রেনিং কোর্স ১৯৮৯—৯০।

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফযলে ভালই আছেন।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শীঘ্রই আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের অধীনে মোয়াল্লেম ট্রেনিং কোর্স আরম্ভ হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্‌। নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণকারীকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সাক্ষাতকারের মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্বাচন হবে।

১। প্রার্থীকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের নিয়মানুসারে জীবন উৎসর্গ করতে হবে।
২। নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস, এস, সি পাশ।
৩। বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত।
৪। বয়স : ১৮ থেকে ২২ বছর।
৫। কুরআন করীম 'নাযেরা' পড়া জানতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে আগামী ২০শে অক্টোবর ১৯৮৯ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদন পত্রে উপরে উল্লেখিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকতে হবে যার সত্যায়নের সাথে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সুপারিশও অত্যাবশ্যক। আবেদন পত্র খাকসারের বরাবরে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলের হাফেয ও নাসের হউন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী

সদর মুরব্বী ও ইনচার্জ মোয়াল্লেম ট্রেনিং কোর্স

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

বিঃ দ্রঃ—জামা'তে এলান করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস পালিত

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশের আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত ১২ই রবিউল আওয়াল সীরাতুন নবী (সাঃ) দিবস পালন করে। এ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জামা'তে আলোচনা সভা, আলোকসজ্জা এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় দেয়া হবে।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ঐ দিন বিকেল ৩-৩০ মিঃ দারুত তবলীগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর। সভায় নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনে যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার সন্ধি—হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ, ও নবী জীবনের শেষ অধ্যায় বিষয়ে যথাক্রমে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মাষ্টার জোনাব আলী, মাওলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী ও মাওলানা সালেহ আহমদ। সভাপতি মোহতরম জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে নবী জীবনের আলোকে সমাজ থেকে অবক্ষয় মুক্ত করার পথ নির্দেশ করেন। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

আহ্‌মদী বার্তা

নাসেরাবাদ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা—'৮৯ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রোজ বুধবার নাসেরাবাদ মঃ খোঃ আহমদীয়ার তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে আহাদ পাঠ করান জনাব মোহাম্মদ মজিবর রহমান (জেলা কায়েদ) এবং বক্তব্য রাখেন জনাব শওকত আলী (প্রেসিডেন্ট, নাসেরাবাদ আঃ মুঃ জামাত) ও মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি সাহেব (সদর মুরুব্বী)। উক্ত ইজতেমায় প্রায় ৩০ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন। সুশৃঙ্খলার সাথে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খোদ্দাম ও আতফাল অতি আগ্রহের সাথে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ইজতেমায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান, সদর মুরুব্বী, মোহাম্মদ শওকত আলী, মৌঃ আবদুল হামিদ, মোয়াল্লেম ও মোহাম্মদ মজিবুর রহমান। সমাপনী অধিবেশনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সদর মুরুব্বী।

মোহাম্মদ খাদেমুল ইসলাম, নাসেরাবাদ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ এর প্রথম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ইং রোজ শুক্রবার যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ-এর প্রথম সালনা জলসা উদযাপিত হয়। বাংলাদেশের ২১টি জামা'ত হতে মোট ৫৩০জন সদস্য এই মহতী জলসায় শরীক হন। নারায়ণগঞ্জ মিশনপাড়ায় অবস্থিত মসজিদের মিলনায়তনে সকাল ৯ ঘটিকায় স্থানীয় আমীর জনাব হেলালউদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ আহ্‌সান উল্লাহ পাটওয়ারী সাহেব, উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব নসরুল্লাহ সিকদার সাহেব। এর পরে হুযুরের বক্তৃতার ক্যাসেট বাজিয়ে শুনান হয়। জলসার উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ মুঃ জামা'ত। ইজতেমায়ী দোয়ার পর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব চৌঃ আতিকুল ইসলাম সাহেব। অতঃপর ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব এবং প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর যুগের চিহ্নাবলী ও তাঁর পূর্ণতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব ও মৌঃ আনোয়ার আলী সাহেব। দুপুরের খাওয়া ও নামাযের বিরতির পর সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলোয়াত করেন কাজী মোবাশ্বের আহমদ, উর্দু নযম জনাব কাওসার উদ্দিন আহমদ (কাজল), বাংলা নযম জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ এবং বাংলা কবিতা পাঠ করেন জনাব জাফর আহমদ প্রধান। অতঃপর বক্তব্য রাখেন ঢাকা থেকে আগত বিশেষ অতিথিবৃন্দ :

(১) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব : বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত।

(২) জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব : হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী।

(৩) মৌলভী আব্দুল আউয়াল খাঁন চৌধুরী সাহেব, সদর মুরব্বী : দাওয়াতে ইলাল্লাহ।

(৪) মৌলভী সালেহ্‌ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী : হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) এর প্রকৃত মোকাম ও মর্যাদা।

(৫) জনাব আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব : আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের একশত বৎসর পূর্তি।

অতঃপর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব (ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ মুঃ জামা'ত) জ্ঞানগর্ভ সমাপ্তি ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণ দেন জনাব ভিজির আলী সাহেব। পরিশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মইনউদ্দিন আহমদ সাহেব, সেক্রেটারী জলসা কমিটি। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বরকতপূর্ণ সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মইনউদ্দিন আহমদ

তবলিগী তৎপরতায় তারুয়া লাজনা এমাউল্লাহ

গত ১৫/৯/৮৯ ইং তারিখ হইতে ৩০/৯/৮৯ ইং তারিখ পর্যন্ত পনর দিনব্যাপী সদর থেকে আগত জনাবা মাহমুদা ইসলামের উদ্যোগে বিশেষ তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত পনর দিন ব্যাপী বিভিন্ন হালকায় নিয়মিত নাসেরাত ও লাজনাদেরকে বিশেষভাবে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতি মনযোগী হওয়ার জন্য জামা'তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা চলে ঃ

সভাসমূহে সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জনাবা মরিয়ম নেসা। প্রতিদিন সভাতে ১৫ জনের বেশী মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নে ৩০শে সেপ্টেম্বর '৮৯-র একটি সভার বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

১। সভাপতি ঃ জনাবা মরিয়ম নেসা, প্রেসিডেন্ট লাঃ এঃ
২। কুরআন তেলওয়াত ঃ মোঃ মারুফ আহমদ
৩। নযম ঃ জয়া বেগম
৪। হাদীস শরীফে হযরত (সাঃ)-এর উত্তম চরিত্র ঃ জনাবা মাহমুদা ইসলাম
৫। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতা ঃ মঞ্জুর আহমদ
৬। বাংলা নযম ঃ (আখেরী জমানা) মুন্নি ও লিটা।
৭। অমৃতসরের ঐতিহাসিক মোনাজেরাতে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা পড়ে শুনান মাসুদা সুলতানা (ভেনাস)।
৮। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা নির্বাচনে সন্দেহাতীত পন্থা বর্ণনা করেন ঃ জনাবা মাহমুদা ইসলাম।
৯। ক্রোড়া জামা'তের মুখালেফাতের সম্পর্কে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঃ জনাবা নিলুফা বেগম।

তাছাড়া নন-আহ্‌মদী বোনদের সঙ্গে আহ্‌মদীয়া জামা'ত সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা হয়। এই সভাতে ৮০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার পর সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ শাহ আলম, মোয়াল্লেম

শুভ বিবাহ

গত ৯-১০-৮৯ইং তারিখে সেলবরষ জামা'তের জনাব মোহাম্মদ আনিস আলী সাহেবের প্রথমা কন্যা মোছাম্মৎ জরীন খানমের সহিত বীর গাঁও জামা'তের জনাব আকরাম উল্লাহ সাহেবের শুভবিবাহ ২০,০০০/=(বিশ হাজার) টাকা মোহরায় কন্যার পিত্রালয়ে সু-সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত বিবাহ পড়াইয়াছেন বাংলাদেশ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ওয়াক্‌ফে জাদীদের মোয়াল্লেম আহসান উল্লাহ পাটওয়ারী সাহেব। প্রকাশ থাকে যে মোহরানা বাবদ পাত্র পাত্রীকে জমি প্রদান করিয়াছেন।

ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে যেন আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত বিবাহ বা-বরকত করেন এবং উভয় পরিবারের মধ্যে আহ্‌মদীয়াতকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, আমীন।

রিশ্‌তানাতা বিভাগ

নারায়ণগঞ্জ ২নং বাবুরাইল নিবাসী জনাব হানিফ মিঞার দ্বিতীয় ছেলে লতিফ আহমদ (জাকির)-এর সহিত আনন্দপুর, কুমিল্লা নিবাসী জনাব আমীর হোসেন সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে পেয়ারা বেগমের ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা মোহরানা সাব্যস্তে বিবাহের এলান হয় কুমিল্লা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তে। বিবাহ পড়ান উক্ত জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ এম, এ, আযীয সাহেব। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য ভাই বোনদের খেদমতে দোয়ার আরজ করছি।

খাকসার
এম, এ, আযীয

'ওয়াক্‌ফে নও' তাহ্‌রীকে অংশ নিতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিন

১। ১৯৮৭ সনের ৩০শে এপ্রিলের পরে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তারাই কেবল এর মধ্যে শামেল হতে পারবে।

২। যারা এখনও মাতৃগর্ভে রয়েছে পিতামাতা ইচ্ছা করলে তাদেরকেও ওয়াক্‌ফ করতে পারেন।

৩। ভবিষ্যতে যদি ছেলে বা মেয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে ওয়াক্‌ফ করার জন্যেও পিতা-মাতা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারেন।

৪। যে সব কন্যা শিশুকে জন্মের পূর্বেই ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাদেরকেই কেবল এর মধ্যে শামেল করা হবে।

৫। ৫,০০০ ওয়াকেফীন লাভ করাই চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এ উদ্দেশ্যে হুযূর (আইঃ) এ সময় সীমাকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত বর্দ্ধিত করে দিয়েছেন।

৬। তাহ্‌রীকে ওয়াক্‌ফে নও-এর আবেদন পত্রে নিম্ন বর্ণিত বিষয়াবলী থাকতে হবে ঃ

(১) শিশুর নাম (২) শিশুর পিতার নাম (৩) শিশুর মাতার নাম (৪) বর্তমান ঠিকানা (৫) স্থায়ী ঠিকানা (৬) জন্মের তারিখ (৭) শিশুর পিতা ও মাতার স্বাক্ষর।

উপস্থাপনে—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সম্পাদকীয়

তাহরীকে জাদীদ

১৯৩৪ সালের দিকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর নেমে এসেছিল এক মহা পরীক্ষা। আহরারী জামা'ত মরিয়া হয়ে লেগেছিল এর পেছনে যেন একে ধরাধাম থেকে মুছে দিতে পারে। এর জন্মভূমি কাদিয়ানে যেন 'ইটের সাথে ইট বাজিয়ে দিতে পারে' অর্থাৎ কাদিয়ানকে যেন ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। এ সময় আল্লাহ্ ছাড়া এ জামা'তকে রক্ষা করার আর কেউ ছিল না। এহেন অবস্থার প্রেক্ষাপটে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার ইঙ্গিতে যে নতুন তাহরীকের ঘোষণা করলেন তারই নাম তাহরীকে জাদীদ—নব আহ্বান।

আল্লাহ্‌তা'লা সূরা সাফের ১০ আয়াতে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। তেমনিভাবে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা জানিয়েছিলেন—ম্যায় তেরি তবলীগ কো যমীন কে কিনারোঁ তক পহুঁচাউঙ্গা অর্থাৎ আমি তোমার তবলীগকে যমীনের কোণে কোণে পৌঁছাব। আল্লাহ্‌তা'লার পরিকল্পনা মোতাবেক তাই হ'ল। তাহরীকে জাদীদের সময়োচিত ঘোষণার মাধ্যমে আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণীকে কেউ স্তব্ধ করতে তো পারলই না বরং তা তার জোতির্ময় রূপ নিয়ে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। আজ বিশ্বের ১২০টি দেশে আহ্‌মদীয়াতের বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বের সম্মানিত রাষ্ট্র প্রধানগণও এখন ইহা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আহমদীয়াত এমন একটা আন্দোলন যা অচিরেই সমগ্র বিশ্বকে আত্মস্থ করে ফেলবে। সুতরাং একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, আজকে আমরা আহ্‌মদীয়াতের যে বিশ্ব রূপ দেখছি তা তাহরীকে জাদীদের ফলশ্রুতি।

স্মরণ করতে হয় তাহরীকে জাদীদের প্রথম কাতারের সেই মোজাহেদীনগণকে (দপ্তরে আওয়ালের মোজাহেদীনগণ) যাঁদের সে দিনের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে প্রাথমিকভাবে এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌তা'লার পরম অনুগ্রহে অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাই তাঁর ২-১২-১৯৮৬ তারিখের ঘোষণায় দফতরে আওয়ালের মোজাহেদীনগণের কুরবানীকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে তাঁদের উত্তরাধিকারীগণকে ঐ কুরবানী পুনরায় জারী করার আহ্বান জানিয়েছেন। যেসব মোজাহেদীনগণের উত্তরসূরী নেই হুযুর (আইঃ) তাদের দায়িত্ব নেয়ার ওয়াদা করেছেন। এ দিকে আমাদের সবার দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

তাহরীকে জাদীদের বছর ৩১শে অক্টোবর শেষ হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মোজাহেদীনগণের দৃষ্টি তাই এদিকে আকর্ষণ করা যাচ্ছে। সময়ের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তাঁদের মোকাম ও মর্যাদাকে উপলব্ধি করে সময়ের পূর্বেই তাঁদের বর্তমান বছরের ওয়াদাকে পূর্ণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন আমরা প্রত্যেকেই আর্থিক কুরবানী করে বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচারের এ মহান কাজকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হই।

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

15th October, 1989

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। ক্বিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্‌ পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Md. F. K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor in charge : Maqbul Ahmad Khan